Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন: শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রভাব

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ
মাস্টার অব ফিলোসফি ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে গবেষণাকর্ম

তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ আলমগীর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
এম. এ. মজিদ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের ঘোষণা

আমি, এম.এ. মজিদ, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার গবেষণা পত্রটি একটি মৌলিক গবেষণা। "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রভাব" শিরোনামে অত্র গবেষণাকর্মটি মাস্টার অব ফিলোসফি ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে সম্পাদন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি জনাব **মোঃ আলমগীর হোসেন,** সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

(এম. এ. মজিদ)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের ঘোষণা

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম.এ. মজিদ, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন: শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রভাব" শিরোনামে উক্ত গবেষণাকর্মটি মাস্টার অব ফিলোসফি ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে সম্পাদিত এবং গবেষণাকর্মটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় সম্পাদিত করেছে। গবেষণা কর্মটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

তত্ত্বাবধায়ক

.....

মোঃ আলমগীর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজের শুরু থেকেই যিনি সক্রিয় অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে আসছেন তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: আলমগীর হোসেন। তাঁকে গবেষক শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছেন। গবেষণা কার্য সু-সম্পন্ন করার মূলে রয়েছে তাঁরই আন্তরিকতাপূর্ণ পরিচালনা। তাই গবেষক তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই গবেষণায় প্রাথমিকভাবে যাকে অনুসরণ করা হয়েছে তিনি হলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষিকা ডঃ মাহমুদা শায়লা বানু। তাঁর সার্বিক সহযোগিতার জন্য গবেষক তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের নমুনাভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ যাঁরা এ গবেষণার জন্য তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিকট গবেষক বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে কোন মতেই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে, যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী এই গবেষণা কার্যে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন গবেষক তাঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্তসার

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত। গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা, ভর্তি এবং ঝরে পড়ার অবস্থা নিরুপণ করা। এই গবেষণায় গবেষক গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে থিম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন। "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন: শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া" শীর্ষক গবেষণার জন্য ঢাকা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত ত্রিশটি বিদ্যালয় নির্ধারণ করে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সমগ্র হতে নমুনা বাছাই, উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থী পারদর্শিতা বৃদ্ধি, ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হওয়া, প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পাওয়া ও প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পাওয়া যদিও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড শিশু-বান্ধব হওয়া এবং বাস্তবায়ন মানদণ্ডগুলো কঠোরভাবে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করাতেই এর সুফল শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারছে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক মান কঠোরভাবে তদারকি ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে শিক্ষকগণ শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারছেন। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, শিশুদের খেলাধুলার ব্যবস্থা, খেলাধুলার উপকরণ, পাঠদান সরঞ্জাম প্রভৃতি আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয় বিধায় শিশুরা কোনো কিছুর অপর্যাপ্ততা বোধ করে না। তাছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কারণে শিশুরা পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে এখানে এসে প্রথম কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

এখানে তারা সমবয়সী শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে। অনেক পরিবারেই শিশুরা সঙ্গ বিবর্জিত থাকে। সমবয়সী

Dhaka University Institutional Repository

শিশু না থাকার কারণে তাদের প্রকৃত সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়। এখানে এসে তারা শিক্ষা উপকরণ ও খেলাধুলার সামগ্রী ভাগাভাগি করে খেলাধুলা করে। এতে করে তাদের প্রকৃত সামাজিকীকরণের সূচনা হয় এবং তারা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের সাথে নিজেদের সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা দলগত কাজ সম্পাদন ও সৃজনশীল কাজের চর্চার মাধ্যমেও তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ করে। তবে সুপারিশের বিষয় এই যে, সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাসে আরো বিস্তৃত প্রভাব ফেলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি জরুরি। তাই এ গবেষণাকর্ম হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ---------- iv

সংক্ষিপ্তসার---------- v

চিত্রের তালিকা ও বিবরণ---------- x

সারণীর তালিকা ও বিবরণ---------- x

পরিশিষ্টের তালিকা ও বিবরণ---------- x

প্রথম অধ্যায়---------- ১

১.১ সূচনা ---------- ১

১.২ গবেষণার সমস্যা নির্বাচন ---------- ৫

১.৩ পটভূমি ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ---------- ৬

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য---------- ৯

১.৫ গবেষণার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ৯

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো ---------- ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়---------- ১২

২.১ ভূমিকা---------- ১২

২.১.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশ্বিক ধারণা---------- ১২

২.২ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট ---------- ১৫

২.৩ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য ---------- ১৭

২.৩.১ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কাজে শিখন সামগ্রি/উপকরণ---------- ১৮

২.৩.২ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ---------- ১৮

২.৩.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম---------- ১৮

২.৩.৪ পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ ---------- ১৯

২.৩.৫ ব্যায়াম ---------- ১৯

২.৩.৬ সৃজনশীল কাজ---------- ১৯

২.৩.৭ ছড়া ও গান ---------- ২০

২.৩.৮ ভাষার কাজ, গণিতের কাজ ও খেলা---------- ২০

২.৩.৯ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদন্ড ---------- ২০

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.১০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ---------- ২০

২.৪ শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ---------- ২৪

২.৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ---------- ২৫

২.৬ ভর্তি বৃদ্ধি ---------- ২৬

২.৬.১ বর্তমান ভর্তি বৃদ্ধির অবস্থা ---------- ২৬

২.৭ ঝরে পড়া ---------- ২৬

২.৭.১ ঝরে পড়ার কারণ ---------- ২৭

২.৭.২ বর্তমান ঝরে পড়ার অবস্থা ---------- ২৮

২.৮ প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি ---------- ২৮

তৃতীয় অধ্যায়---------- ২৯

৩.১ ভূমিকা ---------- ২৯

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি ---------- ২৯

৩.৩ গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা ---------- ৩০

৩.৪ তথ্যের উৎস ---------- ৩১

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ---------- ৩১

৩.৬ উপকরণসমূহের বর্ণনাঃ ---------- ৩১

৩.৭ নমুনায়ন ---------- ৩১

৩.৮ নমুনায়ন পদ্ধতির ব্যবহার ও যৌক্তিকতা ---------- ৩২

৩.৯ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল ---------- ৩৪

৩.১০ গবেষণায় ব্যবহৃত নৈতিক ইস্যুসমূহ ---------- ৩৪

৩.১১ গবেষণার পরিসর ও সীমাবদ্ধতা ---------- ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়---------- ৩৫

৪.১ ভূমিকা ---------- ৩৫

৪.২ গবেষণার প্রশ্নপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ---------- ৩৫

৪.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য-২ ---------- ৩৯

৪.৪ গবেষণা উদ্দেশ্য-৩ ---------- ৪২

৪.৫ অন্যান্য গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা ---------- ৪৭

পঞ্চম অধ্যায় ---------- ৫১

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ সূচনা---------- ৫১

৫.২ সুপারিশসমূহ ---------- ৫১

৫.৩ উপসংহার---------- ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের তালিকা ও বিবরণ

চিত্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবাহ চিত্র	১৯
০২	গবেষণা পদ্ধতির রূপরেখা	৩২

সারণীর তালিকা ও বিবরণ

সারণী নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা ও বিদ্যালয় সংখ্যা	৩৪
০২	নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরন ও সংখ্যা	৩৪

পরিশিষ্টের তালিকা ও বিবরণ

পরিশিষ্ট ‘ক’: নির্বাচিত তথ্য দাতার ধরন ও সংখ্যা

নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা ও বিদ্যালয়

প্রশ্নপত্র ১. সাক্ষাতকার- বিশেষজ্ঞ

প্রশ্নপত্র ২. সাক্ষাতকার- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক

প্রশ্নপত্র ৩. সাক্ষাতকার- প্রধান শিক্ষক

পরিশিষ্ট ‘খ’ ঃ সম্মতিপত্র

পরিশিষ্ট ‘গ’ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড

পরিশিষ্ট ‘ঘ’ ঃ ফটোগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১.১ সূচনা

আমাদের এই বিশ্বকে একটি টেকসই বিশ্বে পরিণত করার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। গোটা পৃথিবী প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তির হার অর্জনের চেষ্টা করছে যাকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এখনও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিশু পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি (UN, 2020)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ গত ১৫ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে এবং সফল হয়েছে। ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঝরে পড়ার হার ২০০৫-২০১৫ এর শেষ দশকে তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং আমাদের শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি পেয়েছে। এখন বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে চতুর্থ (UN, 2020)। " সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ হলো সকল মানুষের পূর্ণ ও উৎপাদনশীল জীবন নিশ্চিত করার এবং টেকসই উন্নয়নের বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু" (UN, 2017)। আমাদের বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বছর বয়সে শুরু হয় (MoE, 2010)। কিন্তু শিশুদের জীবনের প্রথম পাচঁ বছর এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই সময় তারা যা শিখে তা তাদের পুরো জীবনের বিকাশে সাহায্য করবে (Bibi & Ali, 2012)। এজন্যই শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ প্রিস্কুল প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নকশা করা হয়েছে। ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, ভাষাগত লালন-পালনের বিকাশকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। এখানে নকশা মানে শুধু উপস্থাপন করা নয় বরং বাচ্চাদের অগ্রগতিতে সহায়তা ও তদারকি করা। প্রি-স্কুল প্রোগ্রামটি শিক্ষাবিদ দ্বারা ভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: নার্সারি স্কুলিং, কিন্ডারগার্টেন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Singh, 1997)। এই পর্যায়ে শিশুদের বিকাশ সমাজ এবং পরিবেশের মতো কতক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় (Bray, 2001)।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় মনে করা হতো যে, পারিবারিক পরিবেশে একটি শিশুকে পূর্ণরূপে বিকশিত করা সম্ভব কিন্তু আজম এবং হালিম (২০১৬) এই বক্তব্যের সাথে এইভাবে দ্বিমত পোষণ করেন যে, "বাড়ির পরিবেশে পরিপূর্ণ বিকাশ পুরোপুরিভাবে সম্ভব নাও হতে পারে কারণ সন্তানের সব মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়ে লালন পালন করা যেন শিশু তার সম্ভাবনাকে বিকাশ করতে পারে।" অতএব, প্রি-স্কুলিং এখানে শৈশবকালের উপযুক্ত সময় নিশ্চিত করার জন্য একটি মহৎ উদ্যোগ। জাস্টিস অ্যান্ড ভুকেলিচ (২০০৮) অনুসারে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত যেকোনো পদ্ধতিগত পরিকল্পনাকে প্রিস্কুলিং বা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বলা যেতে পারে। এই যুগে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন চাহিদা, আগ্রহ এবং সম্ভাবনার জায়গা ভিন্ন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের সেই পথ হতে পারে যেখানে শিশুরা তাদের পছন্দসই বৈশিষ্ট্য লাভের জন্য তাদের নিজস্ব আগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞানীয়, আবেগিক এবং মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে। শিশুদের প্রাথমিক বছরগুলিতে একটি শিশুর প্রায় ৯০ ভাগ মানসিক বিকাশ হয় এবং তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছায়। জীবনের এই বছরগুলোতে অপ্রীতিকর যেকোনো কিছু শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে এবং শেখার, আচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের (মস্তিষ্কের বিকাশ) জন্য আজীবন চাপের মধ্যে রাখতে পারে। সুতরাং, যত্নশীলদের সাথে কথা বলা, গান করা এবং খেলা শৈশবকালীন বিকাশকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং শিশুদের বিপজ্জনক ও বিষাক্ত যেকোনো কিছু থেকে বাচাঁতে পারে (Thompson, 2001)। ১৯৮৯ সালে, চাইল্ড রাইটের কনভেনশনটি গুরুতরভাবে শিশুদের অধিকারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং শিশুদের জন্য একটি ভালো বেঁচে থাকার পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে (OHCHR, 2020)। ১৯৯০-এর শিক্ষা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, "জন্ম থেকেই শেখা শুরু করা উচিত"। এক দশক পর, ২০০০ সালে ডাকারে দ্য ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরামও (ইএফএ) একইভাবে বিষয়টিকে পুনরায় নিশ্চিত করার কথা বলেছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল।

বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষাতত্ত্ব এবং সেগুলো চর্চার কৌশল উন্নত দেশ থেকে গৃহীত হয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তার মধ্যে একটি। স্বাধীনতার আগের সময়ে এ শিক্ষাকে শিশু বিদ্যালয় বলা হতো। হালিম (২০০৫) তার গবেষণায় ইঙ্গিত করেন যে, "প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল দিনাজপুর, গাজীপুর, বরগুনার, লালমনিরহাট এবং নীলফামারীর পাশাপাশি মহানগর ঢাকায় কেন্দ্র ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচি (শিশু বিকাশ কেন্দ্র) পরিচালিত করেছে। এটি ১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর এবং দেশের জন্য একটি শিক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এবং দিনে দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। ইএফএ এবং ডাকার কাঠামোর ফলে, সরকার বাংলাদেশের ছাত্রদের শৈশবের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এটি শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি করে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা শুরুর ধাপ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত। কিন্তু শুধু এই এক বছরই নয়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ও পরিধি অনেক বিস্তৃত। জন্মের পরপরই অর্জিত এ অভিজ্ঞতা অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তন তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতি ধাপে জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তী ধাপে পদার্পন করে। প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিবর্তনের হার অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শিশু তার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে উঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বা Pre Primary Education হলো বাংলাদেশের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নবতর সংযোজন। সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনার আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘের নির্ধারিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও ঝরে পড়ার হার কমাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বাড়াতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সাধারণত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যাবতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশমূলক কার্যক্রমকে বোঝায়।

সরকারের লক্ষ্য ছিল শিশুদের যত্ন ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেওয়া কিন্তু তিক্ত সত্য হলো, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হলেও শিশু যত্নের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেনি যেমনটি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে জরুরি। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এনজিওগুলির সহযোগিতায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম, উপকরণ, কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

এবং পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছে (Nath & Chowdhury, 2014)। পূর্বে এনজিওগুলি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনের শীর্ষে ছিল কিন্তু ২০১০ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) এর মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শুরু করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত এটি ৪+বছর পর্যন্ত নামিয়ে আনা হবে (MoE, 2010)। দ্রুত বদলে যাওয়া এই যুগে, একজন মানুষকে পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুত করার পথে অভিযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিমোনেট (২০১০) তার গবেষণায় পেয়েছেন যে, নতুন পরিবেশে জীবের সাফল্য এবং ব্যর্থতা অনেকটা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। পূর্বে বিশ্বের এবং আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর দিয়ে শুরু হয়েছিল যা ৬+ বয়সের জন্য। কিন্তু যখনই শিশুটি শিক্ষার একটি কঠোর কাঠামোতে যোগ দিতে শুরু করে, সে এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়; উদাহরণস্বরূপ: ঝরে পড়া, কম ভর্তি হওয়া, পুনরায় ভর্তি ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলি হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ৪১% যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে (WB, 2019)। ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ (৩৩%) ৫ বছর বয়সী, ৬ বছর বয়সের ২৫% এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ২০% হচ্ছে ৪ বছর বয়সী (Nath & Chowdhury, 2014)। একই প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে, গ্রামের তুলনায় শহরে ভর্তির হার বেশি এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কিন্ডারগার্টেন স্কুল সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। মোট প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রায় ২৮% কিন্ডারগার্টেন থেকে।

অন্যদিকে, প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের অভিমুখী, বিনামূল্যে, ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বেশিরভাগ প্রয়োজনের উপর জোর দেয়। কিন্তু প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার এই প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রাথমিক শিক্ষা হল উচ্চ স্তরের শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু একটি নিখুঁত প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এই দেশে ঝরে পড়া, পুনরায় ভর্তির নজির রয়েছে কিন্তু ১০০% ভর্তির হার নেই। শিক্ষাবিদরা আশা করছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক বা উচ্চ স্তরের শিক্ষার শর্তাবলীকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষারও একই সমর্থন প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে (MoE, 2010)। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার জায়গা

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সরকার প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করছে এবং অবকাঠামোগত সহায়তাও বিকাশ করছে যদিও "যথাক্রমে ১৫% এবং ৪১.৩% সরকারি এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষ ছিল না" (২০১৪, পৃ:২৫)। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সমর্থন দিতে এই সকল উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যা এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনাই করা যায় না। সুতরাং, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিগুলিকে জোরদার করে প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ানো একটি কার্যকর উপায়। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানোর এবং নিম্ন স্তরের কর্মক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দূর করার একটি কার্যকর উপায় হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (UNICEF & DPEd, 2012)।

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে আদর যত্ন, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৪-৬ বছরের কম বয়সী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে আজীবন শিখন ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এই সমস্ত উপাত্ত থেকে, এটি খুব স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই, আমার গবেষণার উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অনুসন্ধান করা।

১.২ গবেষণার সমস্যা নির্বাচন

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাই হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। পরবর্তী শিক্ষার সাথে পরিচয় করানো হলো এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা শিশুর পরবর্তীকালের শিক্ষার প্রস্তুতি স্তরকে সুদৃঢ় করে। শিশুদের নানা ধরনের লেখা ও কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত জীবনের সুস্থ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

২০১০ ইং সালের পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর আগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে দেখা যায় ৪৭.২%, ৫০.৫%,

Dhaka University Institutional Repository

৫০.৫%, ৪৯.৩%, ৪৫.১% ও শিক্ষা সমাপনীর হার পর্যায়ক্রমে ৫২.৮%, ৪৯.৫%, ৪৯.৫%, ৫০.৭%, ৫৪.৯% (বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ, ২০১৫)।

মূলত ২০১০ইং সালের পূর্বে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু না হওয়া, শিক্ষা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলাদেশে ২০১০ ইং সালের পূর্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান ছিল তার পিছনে বিদ্যমান প্রধান দু'টি কারণ:

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের ভর্তির নিম্নহার

২। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ (বানু, ২০০০)

২০১০ ইং সালের পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৩৯.৮%, ২৯.৭%, ২৬.২%, ২১.৪%, ২০.৯%, ২০.৪% এবং বিদ্যালয়ে সমাপনীর হার ২০১০-২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৬০.২%, ৭০.৩%, ৭৩.৮%, ৭৮.৬%, ৭৯.১%, ৭৯.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে (বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ, ২০১৫)।

এর ফলে গবেষক পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা নিরুপণের জন্য অত্র শিরোনামটিকে গবেষণার সমস্যা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৩ পটভূমি ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা

সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত হয় যার নাম "দেখা শোনা"। পাশাপাশি শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং অন্যদের প্রতি সহনশীল ও পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার প্রত্যাশায় ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। ৩ থেকে ৫/৬ বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাদের যত্ন, বেড়ে ওঠা, শিশু অধিকার নিশ্চিত করা, খেলাধুলা, আনন্দ, অক্ষরজ্ঞান এবং গণনার হাতেখড়ির মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় এটি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণত দুটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি/প্লে গ্রুপ বা প্রাক কিন্ডারগার্টেন এবং ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেন। অবশ্য কোন স্কুলে ৩-৪ বছরের শিশুদের জন্য প্লে-গ্রুপ, ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য নার্সারি, ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-১, এবং ৬-৭ বছরের শিশুদের জন্য কেজি-২ শ্রেণিতে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুল এবং প্রতিদিনকার জীবন যাপনে সফলতা আনার জন্য শিশুকাল থেকেই দক্ষতা, জ্ঞান এবং আচরণ শেখানোর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এটি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী এবং সকল ধরনের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এর কয়েকটি লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ঝোঁক তৈরীর জন্য শিশুদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত করানো, শিশুদের উপযোগী খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণ শিক্ষা, শিশুদের গান, নাচ, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ, গল্প বলা, গণনা এবং বর্ণমালার শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরী করা।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং ছোট শিশুদের উপযুক্ত যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নার্সারি স্কুলের আদলে ছোট শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। "কুদরত-ই-খুদা (১৯৭৪)" এবং "মফিজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৮)"-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশে এর প্রচলনের জোর সুপারিশ করেছে। এই শিক্ষা কমিশন শহর ও শিল্প এলাকায়, বিশেষত যাদের অভিভাবকগণ বাইরে কাজ করেন, সে সকল শিশুদের জন্য নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন (কুদরত-ই-খুদা এবং অন্যান্য, ১৯৭৪)। মফিজউদ্দিন কমিশন যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ নেই এরূপ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি খোলার সুপারিশ করেছেন (আহমদ, ১৯৮৮)। ১৯৯৫ সালে গঠিত সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ছোট শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে (সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, ১৯৯৫)। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিটিও সুপারিশ করে যে, ১ম শ্রেণির প্রথম ছয় মাস প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যায়। কমিটি শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ করারও পরামর্শ দেয় (জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়ন কমিটি, ১৯৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সকল শিক্ষা কমিশনই প্রতিটি ছোট শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করেন। অবশ্য, বাংলাদেশ সরকার পাঁচ বছর বয়সের ঊর্ধ্বের শিশুদের জন্য একটি পৃথক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থাকা প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এ লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শিশু শ্রেণি খোলা হয়েছে। বর্তমানে এ কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নার্সারি বিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমে করা হচ্ছে। শুরুতে চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারীভাবে কয়েক হাজার প্রি-স্কুল চালু করা হয়, কিন্তু এগুলি চাহিদানুযায়ী যথেষ্ট নয়। তাই, শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে অভিভাবক ও বড়দের কাছ থেকেই তাদের শিশুকালীন শিক্ষা লাভ করে থাকে। যে সকল শিশুর অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্য শিক্ষিত নয়, তারা থেকে যায় অবহেলিত। তবে পাঁচ বছরের উপরের বেশিরভাগই শিশুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাস যোগদান করে আসছে।

২০০০ সালের শিক্ষানীতিতে বিশেষ কিছু স্কুলে ১ বছর ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও এখন প্রায় সকল স্কুলে করা হচ্ছে। এর বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়েছিল যে ক্লাস ওয়ানের ৬ মাস প্রিপারেটরি শিক্ষা এবং ২০০৫ সাল নাগাদ এটিকে ১ বছর মেয়াদি করা হবে বলে সেই সময় বলা হয়েছিল। এরপর বলা হয়েছিল যে এই প্রি-প্রাইমারিতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এলাকার লোকেরাই এই ব্যয়ভার বহন করবে (জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন কমিটি, ১৯৯৭)।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩-এ বলা হয়েছে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫ বছর বয়সী সকল শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাবেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয়টি করে নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি এবং বাড়তি ছয় জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় (জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ২০০৩)। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এ ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ২ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয় (জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০)। যদিও সকল শিক্ষা কমিশন, নীতি এবং কমিটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু ২০০৯ সাল পর্যন্ত এটি পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারিভাবে যে নার্সারি স্কুলগুলি ছিল সেটিও পর্যাপ্ত ছিল না। ২০১১ সালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। তাই গবেষক গবেষণাকর্মটিতে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রভাব" শিরোনামটি নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত বহুমুখী তাৎপর্য ও গুরুত্বই বর্তমান গবেষণাটির পটভূমি ও যুক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিবর্তন যাচাই, ভর্তি এবং ঝরে পড়ার অবস্থা নিরুপণ করা। এই মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ-

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিবর্তন যাচাই করা।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিতে প্রভাব বিস্তারের যাচাই।

৩। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রভাব।

১.৫ গবেষণার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার পূর্বে শিশুদের অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সার্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠ বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় দৈহিক, মানসিক ও আবেগিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের পূর্বে প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূর্ণ করে শিক্ষার সুযোগসমূহ থেকে পুরোপুরি সফলতা অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সক্ষম করে তোলা। আনন্দময় ও শিশু বান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বত:স্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো এবং তাদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পর ২০১২ সালে সমীর দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শেখার অর্জনের উপর প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছিল (Nath, 2012)। ২০১৩ সালে ওজেরেম ও কাভাজ মন্টেসরি বিদ্যালয়ে নিয়ে গবেষণা করে যা প্রাক-প্রাথমিক প্রোগ্রাম এবং মন্টেসরি পদ্ধতির কার্যকারিতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে (Ozerem & Kavaz, 2013)। ক্যাম্পে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নীতি বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

"নিউ ভিশন ওল্ড চ্যালেঞ্জেস: দ্য স্টে অফ প্রি-প্রাইমারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (Nath & Chowdhury, 2014) । এই সমস্ত গবেষণা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুদের আচরণ ও কর্মক্ষমতার উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব খুঁজে পেয়েছে। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে, এমতাবস্থায় বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দক্ষতার পরিবর্তন, ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধে প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করা সময়োপযোগী বলে গবেষক মনে করে। কারণ গবেষণা থেকে শিক্ষার্থী, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে গবেষক জানতে পারবে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে কী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মতামত থেকে গবেষক ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উন্নয়নের দিকনির্দেশনা পাবে।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

অত্র গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ঝরে পড়ার অবস্থা নিরুপণ করা। গবেষণায় গবেষক গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে থিম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণার প্রতিবেদনটি সর্বমোট ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ-

প্রথম অধ্যায়: সূচনা- এই অধ্যায়ে গবেষণার ভূমিকা, গবেষণা সমস্যা নির্বাচন, পটভূমি ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন, গবেষণার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবেদনটির কাঠামোগত বিন্যাস বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা- এই অধ্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নীতি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক যৌক্তিকতা, ভর্তি বৃদ্ধি, বর্তমান ভর্তি বৃদ্ধির অবস্থা, ঝরে পড়া, ঝরে পড়ার কারন, বর্তমানে ঝরে পড়ার অবস্থা, বর্তমান গবেষণার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তথ্যাদি পর্যালোচনা, গবেষণার ধারণাগত কাঠামো ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি- এই অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি, তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, উপকরণসমূহের বর্ণনা, নমুনায়ন, নমুনায়ন পদ্ধতি, তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল, গবেষণায় ব্যবহৃত নৈতিক ইস্যুসমূহ, গবেষণার পরিসর ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

পঞ্চম অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

গবেষণার শুরু ও সর্বদিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান (নার্গিস, ২০১৫)। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে গবেষককে পর্যাপ্ত বিষয় অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হতে হয়। তখনই একটি কার্যকর অনুসন্ধান সম্ভব হয়। অত্র গবেষণার ক্ষেত্রেও সর্বান্তকরণে তার প্রয়াস ছিল। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি, উদ্দেশ্যাবলি ও প্রশ্নসমূহ নির্ধারণে প্রারম্ভিক উপলব্ধি ও সংশ্লেষণে সাহায্য ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত কী কী জ্ঞান রয়েছে এবং কী কী অনুপস্থিত তার অনুসন্ধানেও প্রাসঙ্গিক গবেষণা সাহিত্য বিশেষ অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সম্পাদিত এবং রচিত হয়ে চলেছে। তবে বাংলাদেশে এ সম্পর্কিত গবেষণা ও লেখনী অত্যন্ত অপ্রতুল এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি নাই বললেই চলে। তথাপি এই অধ্যায়ে যতদূর সম্ভব এই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে বিভিন্ন শিরোনামে শ্রেণিবদ্ধ করে সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুবান্ধব পরিবেশে আদর-যত্ন, স্নেহ ভালোবাসা, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৫+ বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

২.১.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশ্বিক ধারণা

গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গর্ভাবস্থায় মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায় এবং প্রাথমিক বছরগুলোতে দ্রুত গতিতে বিকাশ অব্যাহত থাকে। বারবার মিথস্ক্রিয়া এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা নিউরনের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করে, সুস্থ মস্তিষ্কের বিকাশ নির্ধারণ করে (Mustard, 2009) । নিউরনের সংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। একটি শিশুর ৫০ ট্রিলিয়ন নিউরাল কানেকশন থাকে এবং ৮০% সংযোগ তাদের জীবনের প্রথম তিন বছরে তৈরি করে। এই সংযোগগুলি নিজের, তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা এবং তার জীবনকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর জীবনের শুরুর দিকে শিক্ষা এবং পরিবেশগত উন্নয়ন মানুষের বিকাশের পরবর্তী ধাপকে প্রভাবিত করে (Mustard, 2009)।

Dhaka University Institutional Repository

আঠারো শতকের আগে বেশিরভাগ শিশুরা জীবনের প্রথম ৫ বছর বাড়ির পরিবেশে অতিবাহিত করে থাকতো কিন্তু এটা সত্য যে, এখনও খুবই কম পরিবার রয়েছে যেখানে শিশুদের শারীরিক, মানসিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। শিশুদের বিকাশের জন্য অপরিকল্পিত পারিবারিক পরিবেশ এবং কর্মজীবী মা শিশুর শৈশব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেই চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করে শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য। এই প্রচেষ্টা থেকে নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, মন্টেসরি স্কুল, ডে কেয়ার ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে এবং এগুলি সবই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে (John & Highes, 2005)। এজন্য ইউনেস্কার পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রাথমিক দক্ষতা বিকাশের পরিকল্পনা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এই পর্যায়ে শিশুর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, ভাষার দক্ষতা, যৌক্তিকতা এবং অনুকরণ করার দক্ষতা ইত্যাদি শিখে। শারীরিক ও বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপ এবং খেলাধুলা সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো বেশিরভাগই প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয় (UIS, 2012)।

পরিশেষে, "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য কাজ হলো শিশুদের শেখার এবং স্কুল শুরু করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তি সনাক্তকরণ এবং সহায়তার বিধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (European Commison, 2020)। এই থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বৈশ্বিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান উল্লেখ করা হলো:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

শিক্ষার যেকোন পর্যায়ের জন্য পাঠ্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য পাঠ্যক্রমকে একটি কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ড হিসেবে সঙ্গায়িত করা যেতে পারে (Su, 2012)। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যগুলি এ রকম হতে পারে যে: শিশুদের নৈতিকতা, নান্দনিকতা অর্জনে সাহায্য করার জন্য শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা এবং শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এটি ভবিষ্যতে তাদের আরো সাহায্য করবে (Hossain, 2006)। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম মূলত শিশুর সামগ্রিক, শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাছাড়া, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম এগুলোকে গুরুত্ব দেয়: ক্রমাগত শিক্ষা যা একটি শিশুর জন্মের পর শুরু করা উচিত, পাশাপাশি সেই শিক্ষার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা যা ভবিষ্যতে শিশুকে সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

করবে, প্রাপ্তবয়স্ক ও বন্ধুদের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সহায়ক মিথস্ক্রিয়া, চ্যালেঞ্জ, পুনরাবৃত্তি, মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক নির্দেশাবলীর মাধ্যমে শেখা এবং পারিবারিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শেখা। একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময়, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি শিশু ভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাদের প্রত্যেকের আলাদা চাহিদা আছে যা শিশুকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমন পরিবার, পরিবেশ, সমাজ) শিশুদের বিকাশ, প্রয়োজন এবং আগ্রহের জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক, উন্মুক্ত এবং নমনীয় নির্দেশিকা হিসাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরি করা উচিত (David, 2012) ।

২. শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয় এবং এটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য তাদের চাহিদা এবং আগ্রহ বিশ্লেষণ করে শ্রেণীকক্ষ বা শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা উচিত। শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষায় বাচ্চারা খেলার সরঞ্জাম দিয়ে শিখতে পছন্দ করে এবং অনকু ও আনলুয়ার (২০১০) তাদের গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় খেলার উপকরণে জোর দিয়েছিলেন এবং ব্যক্ত করেন যে, খেলার সামগ্রী সন্তানদের আনন্দদায়ক উপায়ে সমৃদ্ধ কল্পনাসহ তার চারপাশের পরিবেশকে শিখতে এবং অজানাকে জানতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (Anku & Anluar, 2012)। উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে, শিক্ষা উপকরণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। এই মৌলিক শিক্ষা উপকরণগুলি তিনটি বিষয় বিবেচনা করে বেছে নেওয়া উচিত: শিশুর জন্য উপযুক্ত, সমাজের জন্য উপযুক্ত এবং সংস্কৃতির জন্য উপযুক্ত (Knopf & Welsh, 2010)। শিক্ষাবিদরা সক্রিয়ভাবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য আলাদা খেলার মাঠ বা জায়গা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন; শিশুদের জন্য ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র; শিশু বান্ধব টয়লেট, বয়সের উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ পরিষ্কার এবং ভালো অবস্থায় থাকতে হবে; প্রতিটি শিশুর জন্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে (Knopf & Welsh, 2010)। একইভাবে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজ ও সংস্কৃতি বিবেচনায় বিশেষ শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো এবং সংগঠন

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সংগঠিত করার জন্য কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ: প্রবেশযোগ্যতা, ভর্তির প্রয়োজনীয়তা, বয়স গ্রুপ নির্বাচন, সময়সূচি নির্ধারণ ইত্যাদি (European Commison, 2020)। ইউরোপিয়ান কমিশনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষায় দুটি মৌলিক কাঠামো থাকতে পারে, একটি হল বিভক্ত পর্ব কাঠামো (Split Space Structure) যেখানে শিশুর যত্ন এবং শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। প্রাথমিক স্তরটি শিশু পরিচর্যা বিষয়ক এবং পরবর্তী স্তরগুলি হবে শিশু শিক্ষার জন্য। ইসি এর আরেকটি কাঠামো হতে পারে সমতামূলক ব্যবস্থা (Unitary system) যেখানে সমবয়স্কদের জন্য সমন্বিতভাবে লালন পালন করা হবে (Bertram & Pascal, 2016)। ইউনেস্কা কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তুতির উপর একটি গবেষণায় সুপারিশ করেছে যেখানে শিশুর জন্ম, পারিবারিক অবস্থা, দরিদ্র শিশুদের উপর আরো বেশি নজর দেওয়ার জন্য এবং পাশাপাশি সরকারি এবং নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা স্থান এবং বিশেষ শিক্ষক নিশ্চিত করা উপর জোর দেয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ভালো ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয় এবং সহযোগিতা আবশ্যক (Unesco, 2015)। এই সকল বিষয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন এবং কাঠামোর অংশ ।

২.২ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং ছোট শিশুদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলশ্রুতিতে দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নার্সারি স্কুলের আদলে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুদরত-ই-খুদা (১৯৭৪) এবং মফিজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৮)-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশে এর প্রচলনের ওপর জোর সুপারিশ করেছে। এ শিক্ষা কমিশন শহর ও শিল্প এলাকায়, বিশেষত যাদের অভিভাবকগণ বাইরে কাজ করেন, সে সকল শিশুদের জন্য নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। মফিজউদ্দিন কমিশন যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ নেই এরূপ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণি খোলার সুপারিশ করেছে (আহমদ, ১৯৮৮)।

১৯৯৫ সালে গঠিত সবার জন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ছোট শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিটিও সুপারিশ করে

Dhaka University Institutional Repository

যে, ১ম শ্রেণির প্রথম ছয়মাস প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যায়। কমিটি শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা শিক্ষকদের নিয়োগ করারও পরমর্শ দেন (জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন কমিটি, ১৯৯৭)।

সকল শিক্ষা কমিশনই প্রতিটি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ সুপারিশ করে যে, পাঁচ বছর বয়সের উর্ধ্বের শিশুদের জন্য একটি পৃথক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমানে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে শিশুশ্রেণি খোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এনজিও উদ্যোগ এবং শুরুতে চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারিভাবে কয়েক হাজার প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়, কিন্তু এগুলি চাহিদানুযায়ী যথেষ্ট নয়। তাই, শিশুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে অভিভাবক ও বড়দের কাছ থেকেই তাদের শিশুকালীন শিক্ষা লাভ করে থাকে। যে সকল শিশুর অভিভাবক ও অন্যান্য সদস্য শিক্ষিত নয়, তারা থেকে যায় অবহেলিত। তবে পাঁচ বছরের উপরের বেশিরভাগ শিশুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসে যোগদান করে আসছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

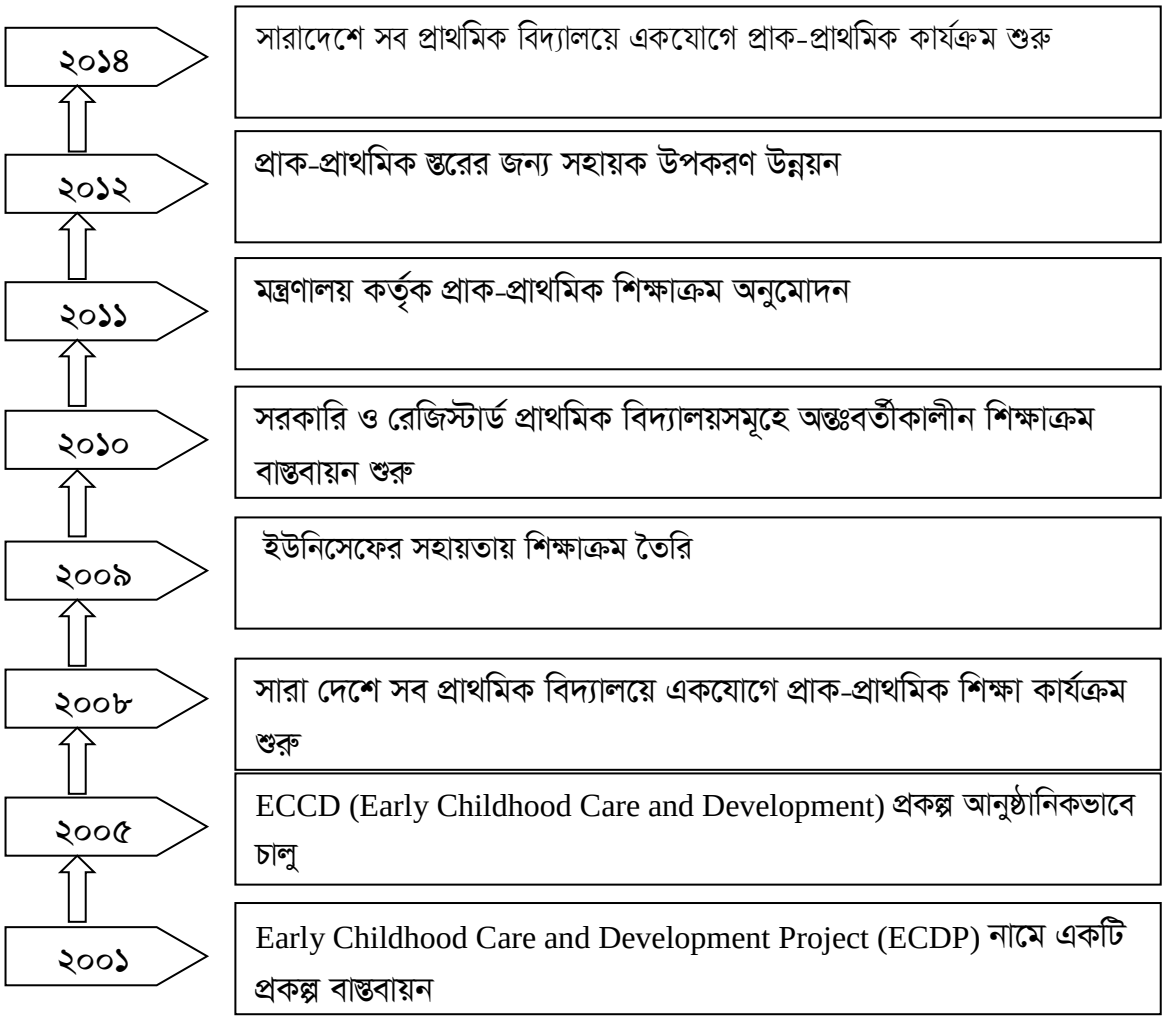

চিত্র-১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবাহ চিত্র

২.৩ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

পক্ষান্তরে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রম রয়েছে। সেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিকাশ ঘটবে ও বিদ্যালয় পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিবে সেটি নির্ভর করে শিক্ষাক্রমে তা কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তার উপর। কারণ শিক্ষার সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষাক্রমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কিছু মূলনীতি

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। যেমনঃ- শিশুকেন্দ্রীকতা, সক্রিয় শিখন, পরিবারের সম্পৃক্ততা, স্কুল-সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, একীভূততা, দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখন, অন্যদের সাথে শিশুর সম্পর্ক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিবেশ বান্ধবতা (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, ২০১১)।

২.৩.১ বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কাজে শিখন সামগ্রি/উপকরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১১ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করে। প্রণয়নকৃত নতুন কারিকুলামের আলোকে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলোর পরখ বা ট্রাইআউট করা হয়েছে এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে পরিমার্জিত শিখন-শেখানো সামগ্রী সারাদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ০৮ (আট) ধরনের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও বিতরণ করছে। শিখন-শেখানো সামগ্রী নিম্নরূপঃ শিক্ষক সহায়িকা, আমার বই, স্বরবর্ণ চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট, ফ্লিপচার্ট, ফ্লাসকার্ড (৭০টি কার্ডের একটি সেট), গল্পের বই (১০টি গল্পের বই এর একটি সেট), এসো লিখতে শিখি, সম্পূরক শিখন সামগ্রী, ছড়া, গান, খেলা ও ব্যায়াম, হাজিরা খাতা ও মূল্যায়ন

২.৩.২ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়বে। যেমন- পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোট ইটের টুকরা বা পাথর ইত্যাদি। পাঠ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষককে ক্লাস শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ বা তৈরি করতে হবে।

২.৩.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার মত নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জনকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন করে। বিষয়বস্তু এর মাধ্যমে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষাক্রম কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জন করে পরিকল্পিত কাজ/শিখন শেখানো কৌশল এর মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৪ পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

শিশু পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে আসার পর প্রথম যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা হচ্ছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। বিদ্যালয় যেহেতু বাড়ির পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং প্রথমেই শিশুদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের একটি আন্তরিক ও আনন্দঘন পরিচিতি তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ নামে বেশ কিছু কাজ রাখা রয়েছে, যা বিদ্যালয়ের শুরুতেই শিশুদের নিয়ে করা হবে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)।

২.৩.৫ ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক শিশুর সুস্ত দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যায়াম অন্যতম উপায়। ব্যায়াম শিশুদের পেশি সঞ্চালনের দক্ষতা এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা নিরসন, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। এসব বিষয় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচীতে ব্যায়াম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ১০টি ব্যায়ামের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো- ১) হাঁটা, ২) হাতের ব্যায়াম, ৩) হাতের ব্যায়াম-হাত নাড়ানো, ৪) হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম-প্যাঁচা, ৫) ঘ্যাড়ের ব্যায়াম-ঘাড় নাড়ানো, ৬) কোমরের ব্যায়াম- কোমর দোলানো, ৭) হাঁটুর ব্যায়াম, ৮) হাত ও পায়ের ব্যায়াম-তালি বাজানো, ৯) হাত-পা ও পিঠের ব্যায়াম: ডান-বাম দৃষ্টি, ১০) হাত ও পিঠের ব্যায়াম-হাতি (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)।

২.৩.৬ সৃজনশীল কাজ

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ছড়া, গান ও নাচ, গল্প, অভিনয়, চারু ও কারু এ কাজগুলোকে সৃজনশীল কাজ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সৃজনশীলতা হল শিশুর নিজস্ব, নতুনত্ব, নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কোন কাজ। শিশুর সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক সহায়িকায় ২৬টি ছড়া, ১৪টি গান, ১৩টি গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ১০টি গল্পের আলাদা আলাদা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুদের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে অভিনয় এবং চারু ও কারুতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৭ ছড়া ও গান

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ২৬টি ছড়া পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ২৪টি বাংলা এবং ২টি ইংরেজি ছড়া। শিশুরা বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সবগুলো ছড়া শিখবে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য পাঠ্যসূচিতে ১৪টি গান রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ছড়া গান, দেশাত্ববোধক ও আঞ্চলিক গান রয়েছে।

২.৩.৮ ভাষার কাজ, গণিতের কাজ ও খেলা

ভাষা ভাবের বাহন, যোগাযোগের মাধ্যম। শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন সে ইতিমধ্যে ভাষার বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করে আসে। পাশাপাশি যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এ প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)।

খেলা শিক্ষাক্রমের প্রায় সকল অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনেই সহায়তা করে এবং খেলা শিশুর দৈনন্দিন পছন্দনীয় কাজের মধ্যে অন্যতম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার অন্যতম উপায়। বিভিন্ন বিষয়ে শেখা ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একা একা ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করেনি তেমনি অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোট বা বড় দলে খেলতেও তাদের ভালো লাগে (হক এবং অন্যান্য, ২০২০)।

২.৩.৯ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদন্ড

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করে কিছু নির্দেশক বা মানদন্ড বিবেচনা করা হয়েছে। এই মানদন্ডগুলো প্রচলিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুবান্ধব এবং গুণগত মান অর্জনের পথ আরো সুগম করবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৮টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশ, শিখন শেখানো পরিবেশ, কর্মী সংক্রান্ত, মনিটরিং এবং সুপারভিশন, পিতা-মাতা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক (হক এবং অন্যান্য, ২০২০)।

২.৩.১০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

প্রতিটি শিশুর জন্মের পর তার মধ্যকার যে সত্ত্বা আছে তাকে বিকশিত করার জন্য এবং তার সারা জীবনের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তুতি শিশুর বিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। নিম্নলিখিত ৩টি ক্ষেত্রেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ক্ষেত্রগুলো হলো- শিক্ষার্থী পর্যায়ে, বিদ্যালয় পর্যায়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

ক. শিক্ষার্থী পর্যায়ে:

- স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়ে;
- পুনরাবৃত্তি/ঝরে পড়া হার কমে;
- শিশু শিখতে পছন্দ করে এবং নিজে নিজে শিখতে উদ্যোগী হয়;
- শিশুর উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে;
- সামাজিক দক্ষতা বাড়ে;
- স্কুলে শিশুর পারফরম্যান্স (পারদর্শিতা) বাড়ে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)

খ. বিদ্যালয় ব্যবস্থা পর্যায়ে:

- প্রত্যাশিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে;
- প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বাড়ে;
- উল্লেখযোগ্যভাবে ঝরে পড়ার হার কমে;
- পুনরাবৃত্তির হার কমে;
- প্রত্যাশিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের হার কমে;
- সামাজিক ও কল্যাণমূলক অন্যান্য সেবার উপর নির্ভরতা কমে;
- সামাজিক অপরাধ প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)

গ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে:

- আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর হয়;
- শিক্ষা ব্যয় কমে;
- মাথাপিছু আয় বাড়ে;
- উৎপাদনশীলতা বাড়ে;
- সার্বিকভাবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিনিয়োগের সামাজিক প্রতিদান বেশি হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয় (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও শিশুর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়তা: একমাত্র প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর সার্বিক (যেমন: সামাজিক, মানসিক, ব্যক্তিত্ব, আবেগীয়, জ্ঞানীয়, ভাষাগত ইত্যাদি) বিকাশ সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে।
- প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা: শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান সময়ে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েনি তাদের তুলনায় যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করছে।
- শিশুর সারা জীবনের শিক্ষার ভিত তৈরি: শিশুর শিক্ষার ভিত তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর একটি স্বীকৃত স্তর। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মস্তিষ্ক গাঁথুনি তথা ভিত তৈরির জন্য কাজ করে। ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং প্রতিবেদন-২০০৭ অনুযায়ী শিশুর বিকাশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হলো উল্লেখযোগ্য সময় যা শিশুর পরবর্তীকালের শিক্ষার ভিত রচনা করতে সহায়তা করে।
- পরিবার ও বিদ্যালয়ের সেতুবন্ধন: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির পাশাপাশি পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে, শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হলে শিশুর ও বিদ্যালয়ে পাশাপাশি তার পরিবার ও সমাজকেও প্রস্তুত করে তুলতে হয় অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের মাধ্যমে শিশু যখন প্রাথমিকে অংশগ্রহণ করে তখন শিশুর সফলতা/কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষক/বিদ্যালয় যেমন কাজ করে তার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজকেও একই সূত্রে কাজ করতে হয় যে কারণে পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে উঠে একটি নিবিড় বন্ধন।
- ক্যারোল ও অন্যান্য (২০০৩)-এর মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার (বিদ্যালয়ের) নিয়ম-নীতি চর্চা: শিশুর বিদ্যালয়ে মানিয়ে নেয়া ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লেজার এবং ডারলিংটন (১৯৮২) পরামর্শ দিয়েছেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা শিশুদের নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় শিক্ষার্থীতে উন্নীত করে। বিভিন্ন রকম আনন্দদায়ক কাজ- ছড়া, গান, গল্প, খেলা, অভিনয় ও বিভিন্ন প্রকার খেলনার সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হয় বলে শিশুর কাছে বিদ্যালয় একটি আনন্দদায়ক স্থান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এর সাথে সাথে বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি যেমন- সময়মত বিদ্যালয়ে আসা, নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা, নিয়ম মেনে কাজ করার অভ্যাসগুলো তৈরি হয় যা তাকে পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি: বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, গাণিতিক ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। যার প্রতিফলন হিসেবে হোসনে আরা বেগম ও অন্যান্য (২০০৪) অনুযায়ী অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণায় আরো দেখা যায়, যেসব শিশু প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো ফল করেছে। যেমন- ভাষা শিক্ষা, গণিত, সমস্যা সমাধান, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় শিশুদের ভালো ফল করতে দেখা গেছে। অর্থাৎ একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুধু প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বিকাশকে ত্বরান্তিত করেনা, তা পরবর্তীতে শিশুর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার হারও বৃদ্ধি করে।
- শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘ করে: বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয় নিয়মিত উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে। আরনল্ড (২০০৩)-এর মতে আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক গবেষণা এবং নেপালের একটি গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফল হিসেবে শিশুর বিদ্যালয়ে অকৃতকার্যতা, পুনরাবৃত্তি, অনুপস্থিতি এবং ঝরে পড়ার হার কম দেখা যায়। এটা বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া মেয়র্স (১৯৯২)-এর মতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মসূচির ব্যয় কমায় যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য অতীব জরুরি।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার "শিক্ষক সহায়িকায় এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রসঙ্গকথায় বলেছেন, মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও ঝরে পড়া কমাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বাড়াতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম (শিক্ষক সহায়িকা, ২০১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

- কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা: শিশু বয়সে তার মধ্যে কার্যসম্পাদনের প্রবণতা দেখা যায়। এরিকসন (১৯৫৯) বলেছেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের খেলার মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের প্রবণতাকে আরও উদ্দীপ্ত করা হয়। যার ফলে শিশু হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে আগ্রহী হয়। যার ফলে শিশুর শিক্ষা সহজে বোধগম্য ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- আমাদের দেশের শিক্ষাক্রমে শিশুদের উপর অনেক বিষয়ই চাপিয়ে দেয়া হয়। যে কারণে শিশুরা লেখাপড়ার মজাটা নিতে পারে না। এজন্যই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এটি চালু করতে হবে। আনন্দঘন পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করলে বেশি বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া এবং ক্লাসে অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়ার হার অনেক কমতে পারে বলে মতামত প্রদান করেন (হোসেন, ২০১০)।

সর্বোপরি গবেষণা ও বাস্তব নিরিখের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যেখানে আমাদের দেশে মা-বাবার শিক্ষার নিম্নহার, নিরক্ষরতা, সচেতনতার অভাব ও দারিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ পরিবারে শিশুর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ নেই সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সাফল্য নিশ্চিত করতে কার্যকরী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এটা প্রমাণিত যে, শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া ও স্কুল ভীতি-তৈরি করে এবং শিশু নিজেকে পড়ালেখার সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও উন্নয়ন (৩-৬ বছর) হলো শিশুর অধিকার। তাই শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য (হক এবং অন্যান্য, ২০২০) ।

২.৪ শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বপ্রথম স্তর হলেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নামক একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা বহুকাল ধরে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত। এই প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী ধাপ এবং শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সর্বপ্রথম স্তর। এই শিক্ষা হলো একটি শিশুর জীবনের সকল শিক্ষার ভিত্তি। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা হলো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যেরূপ পরিবেশ ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করে তা তার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ লাভের পথে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে যায়। বলা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরত ই খুদা কমিশন রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:-

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনমত শিশু ভবন ও শিশু উদ্যান স্থাপন করা যেতে পারে। শহর ও শিল্পাঞ্চলে প্রধানতঃ শ্রমজীবী সমাজের প্রয়োজনমত শিশু উদ্যান স্থাপন করতে হবে

খ) শিশু শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করে দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিশু শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা ইত্যাদির জন্য একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন হবে (জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০)

২.৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা

একটি শিশুর জন্মের পর তার মধ্যকার যে সত্ত্বা আছে তাকে বিকশিত করার জন্য এবং তার সারা জীবনের শিক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি শিশুর বিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। সর্বোপরি বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মা-বাবার শিক্ষার নিম্নহার, নিরক্ষরতা, সচেতনতার অভাব ও দারিদ্রতার কারণে বেশিরভাগ পরিবারে শিশুর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার সুযোগ নেই, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সাফল্য নিশ্চিত করতে কার্যকরী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এটা প্রমাণিত যে, শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুপস্থিতি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া ও স্কুল ভীতি-তৈরি করে এবং শিশু নিজেকে পড়ালেখার সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও উন্নয়ন (৩-৬ বছর) হলো শিশুর অধিকার। তাই শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পক্ষান্তরে, যদিও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে শিক্ষার গুণগত অর্জনের দিক থেকে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের পেশাগত মানের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌতসুবিধা, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিক্ষক-শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন ও বিভিন্ন ধরনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন প্রচলন, একাডেমিক সুপারভিশন ও পরিবীক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সক্রিয়, শিশুকেন্দ্রিক এবং মিথষ্ক্রিয়াধর্মী হচ্ছে। তদুপরি প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

২.৬ ভর্তি বৃদ্ধি

ভর্তি বৃদ্ধি বলতে শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী করতে ও শিক্ষাসমাপনী সম্পন্ন করতে আগ্রহী করে তোলাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরকেও তাদের সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করে তোলা হয়। সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপই হচ্ছে বর্তমানের চেয়ে আরও অধিক হারে শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলা।

২.৬.১ বর্তমান ভর্তি বৃদ্ধির অবস্থা

২০০৫ ইং সাল থেকে ২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধির হার এবং তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালুর পরে তা পর্যায়ক্রমিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে প্রায় ৮০ শতাংশে উপনীত হয়। এখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ভূমিকা খুবই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে (Banbeis, 2016)।

২.৭ ঝরে পড়া

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তাদের সকলেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে না। তিন চতুর্থাংশের বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করার পূর্বেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করার পূর্বেই প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাকে ঝরে পড়া নামে অভিহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭.১ ঝরে পড়ার কারণ

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অধিকাংশ অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতা। এছাড়াও তাদের সামাজিক অবস্থান, সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যও কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও অভিভাবকদের সচেতনতা বোধের অভাব, অভিভাবকরা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত, তাছাড়া তারা জীবনযুদ্ধের সংগ্রামে টিকে থাকাটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, এর বাইরে শিক্ষার মতো একটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করাটা তাদের কাছে অনেকটাই ঐচ্ছিক বিষয়।

সন্তানের বিদ্যালয় ত্যাগের পেছনে সামাজিক কারণ হিসেবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অভিভাবকদের অশিক্ষা প্রভৃতি প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রধান প্রধান কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত:** অনেকেই বলেছেন, ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের অভাব। মানে শিক্ষকের স্বল্পতা একটি প্রধান কারণ (চৌধুরি, ২০১৪)।
- **দরিদ্রতা:** সাধারণত দরিদ্রতার কারণে স্কুল ছাড়ে শিশুরা। এতে অবশ্য তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, অবিভাবকই স্কুল থেকে শিশুকে ছাড়িয়ে নেয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক সাবের হোসেন বলেন, "মূলত আর্থিক কারণেই শিশুরা ঝরে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখতে বিনামূল্যে বই, দুপুরের খাবার ও উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে।" (বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ, ২০১৫)
- **সামাজিক নিরাপত্তার অভাব:** সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, "ঝরে পড়া ঠেকাতে সামাজিক নিরাপত্তা বাড়াতে হবে, অভিভাবক ও স্কুল শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "একটি টাস্কফোর্স যদি গঠন করা যায়, যার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে অথবা তিনি বিশেষ কাউকে এর প্রধান করবেন, যিনি এই কাজ ছাড়া অন্য কাজের সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। এই টাস্কফোর্সের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্তরে বিপুলসংখ্যক সদস্যের একটি টিম থাকবে শিক্ষার মানসহ বিভিন্ন বিষয় মনিটরিং করার জন্য এবং তারা রিপোর্ট করবে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সুতরাং সরকারের এই খাতে আরও বাজেট বাড়ানো উচিত (বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ, ২০১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭.২ বর্তমান ঝরে পড়ার অবস্থা

২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালুর পূর্বে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার গড় হার ছিল ৪৭.০৭ শতাংশ। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালুর ফলে ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার গড় হার হলো ২৩.৭২ শতাংশ। এখানে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান হচ্ছে (Banbeis, 2016)।

২.৮ প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি

শিক্ষা শুধু ব্যক্তির উন্নতি নয় বরং সমগ্র দেশের উন্নতি। পুরো দেশের উন্নতি সাধন করতে দক্ষ নাগরিক আবশ্যক। একজন দক্ষ কর্মী একটি দেশকে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তার সব চাহিদা অর্জন করে সমাজে তার স্থান অর্জন করতে পারে। শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, স্কুলের পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তক, উপরকণ, পারিবারিক সহায়তা, সামাজিক প্রেরণা, স্বাস্থ্য, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার্থীর একাডেমি দক্ষতার পিছনে কাজ করার মূল কারণ (Kapur, 2018) ।

যে কোন কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা খুবই জরুরি । শিক্ষায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেরণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Gbollie & Keamu, 2017) এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। বার্লিনস্কি এবং অন্যান্য (২০০৬) আর্জেন্টিনার প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপর একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। গবেষকগণ অনুমান করেছিলেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার স্কোর গড়ে ৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। তারা উক্ত গবেষণায় আরও যোগ করেছেন যে, "আমরা এটাও দেখতে পাই, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শিক্ষার্থীর মনোভাবের মতো আচরণগত দক্ষতা, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা, শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং শৃঙ্খলা আচরণগত দক্ষতার উপর ইতিবাচক প্রভাব প্রদান করে যা প্রাক-প্রাথমিক পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের কর্মক্ষমতা, সামাজিকীকরণ এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে ক্লাসরুমের শিক্ষার সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, আচরণগত দক্ষতা যেমন: ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য জ্ঞানীয় দক্ষতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।"

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ ভূমিকা

এই অধ্যায় এই গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রদান করা হয়েছে। যে কোন গবেষণা কর্মসূচির গবেষণা নকশা এবং বিশ্লেষণমূলক পথের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা থাকতে হবে যার ভিত্তিতে তার গবেষণার উদ্দেশ্য এবং কাঠামো পরিপূর্ণতা পায়। প্রস্তাবিত পদ্ধতিগত কাঠামো শিক্ষার্থীদের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রভাব পরিমাপ করার জন্য বৈজ্ঞানিক তদন্তের দিকে নজর দেয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা এবং শিক্ষার্থীদের শেখার উপর এর প্রভাব নিরূপণ করতে একটি গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এই অধ্যায়ের লক্ষ্যগুলি হল:

. গুণগত পদ্ধতি এবং এর সুবিধা এবং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উৎঘাটন করা।

. গবেষণা নকশা প্রস্তাবিত ধারণা

. জনসংখ্যা, নমুনা এবং কৌশল ও অংশগ্রহণকারীদের নমুনায়ন ।

. তথ্য সংগ্রহ সরঞ্জাম বা হাতিযার, প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বই, শিক্ষাক্রম, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক নির্দেশিকা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রেজিস্টার, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে এই গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গবেষণাটি পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার নকশা মূলত গবেষণার প্রশ্নের উপর নির্ভর করে। প্রথম গবেষণার প্রশ্ন হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিবর্তন যাচাই করা। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অধ্যয়নটিকে অবশ্যই গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং শ্রেণি শিক্ষকদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং তৃতীয় গবেষণার প্রশ্নগুলি প্রথম প্রশ্নের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এখানে গবেষক যথাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিতে প্রভাব বিস্তারের এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধে প্রভাব অনুসন্ধান। যদিও গবেষক বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভর্তি ও ঝরে পড়ার পরিসংখ্যানিক উপাত্তসমূহ যাচাই করে সে অনুযায়ী প্রশ্ন করার মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও ঝরে পড়া সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল তৈরি করবেন। এখানে চিত্রের মাধ্যম গবেষণা পদ্ধতির রূপ রেখা দেখানো হলো:

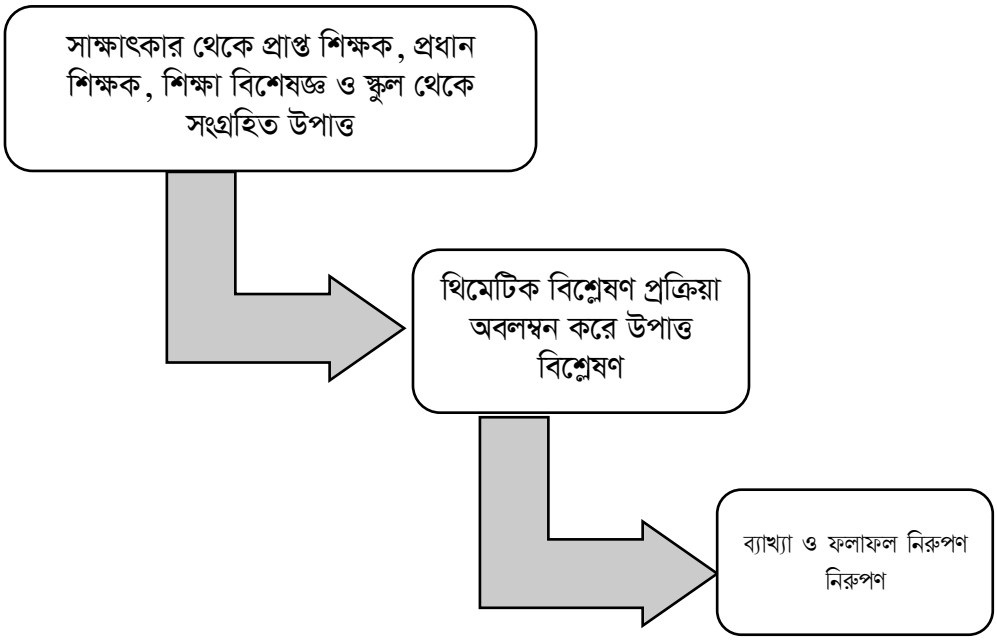

চিত্র ০২: গবেষণা পদ্ধতির রূপরেখা

৩.৩ গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা

গুণগত গবেষণা হল এমন একটি গবেষণা কৌশল যার মাধ্যমে সাধারণত গবেষক সরাসরি পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ, অংশগ্রহণকারী-পর্যবেক্ষণ থেকে রেকর্ডিং, নথি তৈরির মাধ্যমে প্রাপ্ত অসংখ্যাবাচক তথ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (Encyclopedia, 2020)। গুণগত গবেষণায় একটি বিস্তৃত এবং গভীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হয় যা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে হস্তক্ষেপ না করে মানুষের পছন্দ এবং আচরণের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দিক এবং মাত্রাগুলি সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারে (Johnson & Christensen, 2011)। অন্য কথায়, গুণগত গবেষণা নমনীয়, উদ্ভূত এবং পদ্ধতিগত গবেষণা প্রক্রিয়া মানুষের স্বাভাবিক বাস্তবতায় তাদের সামাজিক অবস্থার বোঝাপড়া, এবং দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা অধ্যয়ন করে (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2001)। গুণগত পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে নৃতাত্ত্বিক, বক্তৃতা বিশ্লেষণ, কথোপকথন বিশ্লেষণ, বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ ইত্যাদি (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2001)। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি সমাজকর্ম, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রকর্ম, মনোবিজ্ঞান, সমাজকর্ম এবং শিক্ষা গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে এই গবেষণায়, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং, সকল উপাত্ত সাক্ষাৎকার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উপাত্তগুলিও ছিল বিস্তারিত। অতএব, এই গবেষণার ভালো ফলাফলের জন্য গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

৩.৪ তথ্যের উৎস

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য প্রধান উৎস নির্বাচন করা হয় প্রাথমিক উৎসকে। প্রাথমিক উৎসসমূহ হলো- শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ।

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার পত্রকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে

৩.৬ উপকরণসমূহের বর্ণনাঃ

সাক্ষাৎকার- শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এই ৩ ধরনের তথ্যদাতার মতামত সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৩টি আলাদা প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রেই বদ্ধ ও উন্মুক্ত ২ ধরনের মতামত ধারণের ব্যবস্থা ছিল।

৩.৭ নমুনায়ন

নমুনা কাঠামো নমুনায়নের জন্য ত্রি-স্তর ভিত্তিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম স্তরে বাংলাদেশের যে যে অঞ্চলের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়েছে গবেষণার আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহ। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহের মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট তথ্য দাতাদের (Individual Sample Unit) নির্বাচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্য থেকে ২টি বিভাগকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ১টি করে জেলা, প্রতি জেলা থেকে ১৫টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। তবে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ যেখানে পাওয়া যাবে ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। নিচের সারণি দুটিতে স্তরভিত্তিক নমুনা দেখানো হয়েছে।

সারণী-১: নির্বাচিত ভৌগলিক এলাকা ও বিদ্যালয়

নির্বাচিত ভৌগলিক এলাকা		নির্বাচিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
বিভাগ	জেলার সংখ্যা	গ্রাম	শহর/উপশহর
ঢাকা	১	৭	৮
বরিশাল	১	৭	৮

সারণী-২: নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরণ ও সংখ্যা

গবেষণার সারাংশ

উপকরণের ধরণ	উপকরণ	উৎস	বিদ্যালয় প্রতি	মোট (৮টি বিদ্যালয়)
গুণগত (Qualitative)	সাক্ষাতকার (Interview)	বিশেষজ্ঞ	-	৩ জন
	সাক্ষাতকার (Interview)	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক	১ জন	৩০ জন
	সাক্ষাতকার (Interview)	প্রধান শিক্ষক	১ জন	৩০ জন

মোট = ৬৩

৩.৮ নমুনায়ন পদ্ধতির ব্যবহার ও যৌক্তিকতা

এই গবেষণায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যা একটি সরল দৈবচয়ন (Simple Random) কৌশল। অন্যদিকে, সকল প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকগণের এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যমূলক নমুনা কৌশল ব্যবহার করে নির্বাচিত করা হয়েছে কারণ গবেষণার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। উদ্দেশ্যমূলক নমুনা কৌশল একটি নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি যা যৌক্তিকভাবে মোট জনসংখ্যার প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এতে, কিছু মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে বিক্ষিপ্ত নমুনা নির্বাচন করা হয় এবং তাই জনসংখ্যার কিছু উপাদান দৈবচয়নে নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই। যেহেতু এই নমুনায়ন কৌশলটি নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন, তাই এটি ব্যাপকভাবে গবেষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যিনি তার ইচ্ছা এবং বিচক্ষণতার ভিত্তিতে নমুনাগুলি চিহ্নিত করেন এবং নির্বাচন করেন। সুবিধাজনক/সহজলভ্যতা/কোটা নমুনা, বিচার/ বিষয়গত/ উদ্দেশ্যমূলক নমুনা, স্নোবল স্যাম্পলিং ইত্যাদি নিঃসম্ভাবনা নমুনার বা উদাহরণ (Kabir, 2016)। অন্যদিকে, উদ্দেশ্যমূলক নমুনা (কখনও কখনও বলা হয় বিচারিক নমুনা বা বিষয়গত নমুনা), এটি এক ধরনের নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন কৌশল (Kabir, 2016)। জনসন অ্যান্ড ক্রিস্টেনসেন (২০১৪) উদ্দেশ্যমূলক নমুনাকে একটি নন-রেনডোম নমুনায়ন হিসেবে সঙ্গায়িত করেছেন। যেখানে গবেষকদের পরামর্শ দেন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের একটি গবেষণা নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এই নমুনায়ন কৌশলটির কিছু ত্রুটি রয়েছে কারণ এটি তদন্তকারীদের বিচার এবং বিবেচনার উপর নির্ভর করে (Johnson & Christensen, 2014)। নিচে সেগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের যে ধারাসমূহ বিদ্যমান তার মধ্য থেকে কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নমুনা নির্বাচনের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্য থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে।

২. নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভাগ, জেলা, উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে দৈবচয়ন কৌশল অবলম্বন করে।

৩. গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক আছেন। যেহেতু গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে গ্রাম ও নগর উভয় ধরনের এলাকার বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন সেহেতু উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন কৌশলের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর অঞ্চল থেকে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে।

৪. শিক্ষা বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে তথ্য পাওয়া যাবে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল

যে কোনো গবেষণাকর্মে তথ্য/উপাত্ত বিন্যাস ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ফলাফল নিরূপণ ধাপে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই গবেষণার লক্ষ্য তথ্য/উপাত্ত সমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নাবলির আলোকে গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার গুণগত তথ্যসমূহ যেমনঃ প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামতসমূহ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে কোনোরকম কম্পিউটার, সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় নি। সংগৃহীত গুণগত তথ্যসমূহ বিদ্যালয়ের রেজিস্টার খাতা থেকে প্রাপ্ত কিছু পরিমানগত তথ্যেও সাথে মিলিয়ে পুরোপুরি বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১০ গবেষণায় ব্যবহৃত নৈতিক ইস্যুসমূহ

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা লাভ ও নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে উক্ত পত্র পেশ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অনুমতি লাভ করা হয়। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের ঠিকানা/অবস্থান সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সকল উত্তরদাতাদের নিকট গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে, তাদের প্রদত্ত তথ্য/উপাত্ত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়ে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উত্তরদাতাদের সম্মতি গ্রহণ করে তাদের দেওয়া সময়সূচী অনুযায়ী গবেষণার তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১১ গবেষণার পরিসর ও সীমাবদ্ধতা

আর্থিক সামর্থ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থার কথা মনে রেখে এই উপাত্ত সংগ্রহ শুধু ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়নি বিধায় এই গবেষণা কোন ভাবেই বাংলাদেশের সকল প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। কাজেই গবেষণার ফলাফলকে সতর্কভাবে বিবেচনা করা উচিত হবে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য শুধু ৩ জন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ৩০ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, ৩০ জন প্রধান শিক্ষক এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ভর্তি ও উত্তীর্ণদের রেজিস্টার খাতা নির্বাচিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

৪.১ ভূমিকা

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া" শীর্ষক গবেষণার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করা হয়েছে।

অত্র গবেষণার সুনির্দিষ্ট তিনটি উদ্দেশ্য হলোঃ-

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিবর্তন যাচাই করা।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিতে প্রভাব বিস্তারের যাচাই।

৩। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রভাব।

৪.২ গবেষণার প্রশ্নপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৪.২.১ গবেষণা উদ্দেশ্য-১

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যারা করেনি এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্পর্কে শ্রেণি শিক্ষকদের মতামত থেকে তিনটি প্রধান থিম বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এগুলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. পারদর্শিতা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা বিচারের জন্য ছাত্রদের শ্রেণিতে আচরণের উন্নতি প্রমাণের সাপেক্ষে এ প্রশ্নটির সম্পর্কে চাওয়া হয়েছিল। উন্মুক্ত প্রশ্ন ব্যবহার করে শিক্ষকদের কাছে প্রথম শ্রেণীর আগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য শ্রেণিকার্যক্রম এবং জ্ঞানের পার্থক্য সম্পর্কেও তারা মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে উত্তরদাতারা সম্মত হন যে, শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শ্রেণির জ্ঞান এবং কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং এর ভিত্তিতে তারা বলেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেই তাদের তুলনায় অনেক ভালো করে। তারা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শ্রেণির জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে, কিছু শিক্ষার্থীরা পড়ার নিয়ম জানতে পারে, গণনা করার নিয়ম বলতে পারে এবং তাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সময় মানসিকসহ সামাজিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তারা মত দিয়েছেন যে, এই জ্ঞান অর্জন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণকারীদের পেন্সিল এবং রং পেন্সিল দিয়ে লেখার এবং অঙ্কনের ক্ষেত্রে যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেই তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকে।

২. স্কুলের পরিবেশের সাথে পরিচিতি

উত্তরদাতারা মতামত দিয়েছেন যে, যখন শিশুরা প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করার আগে প্রাক-প্রাথমিকের মধ্য দিয়ে যায়, তখন তারা সহজেই শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় যেহেতু তারা স্কুল পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত, তাই তারা শিক্ষক এবং অন্যান্য শিশুদের উভয়ের সাথেই সহজেই মিশে যেতে পারে। এই অনুকূল সমন্বয়ের কারণে, পূর্ব অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষার্থীরা যাদের প্রাক-প্রাথমিক জ্ঞান নেই তাদের চেয়ে সহজে সামাজিক হওয়া শেখে বলে মনে করা হয়।

একজন শিক্ষক এভাবে উত্তর দিলেন,

> "এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের প্রথম শ্রেণির জন্য প্রস্তুত করে। তারা সহজেই নির্দেশনা অনুসরণ করতে এবং মেনে চলতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুলের পরিবেশে অভ্যস্ত। তারা কাঁদে না। তারা জানে স্কুল কী।" **(শ্রেঃ শিঃ-১৩)**

আরেকজন শিক্ষক বললেন,

> " শিশুদের প্রাক-প্রাথমিকের মধ্য দিয়ে যেতে হবে কারণ এটি স্কুলে তাদের কী প্রয়োজন তা খুঁজে পেতে এবং অন্যদের সাথে সামাজিকীকরণে সহায়তা করে। তারা বাড়ি থেকে সরাসরি স্কুলে আসতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।" **(শ্রেঃ শিঃ-১১)**

এছাড়াও প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, "প্রাক শিক্ষার চালুর কারনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আরো গতিশীল এবং নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠে।" **(প্রঃ শিঃ- ২৮)**

শিক্ষকদের প্রদানকৃত তথ্য থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয় এই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা তাদের সমগ্র জীবনকেই নিয়মতান্ত্রিক করে তুলতে পারে। সুতরাং বলা যায়, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তাদের উপযোগী পরিবেশে শ্রেনিকক্ষের সাথে মানিয়ে চলানোসহ বিদ্যালয়ের সামাজিকীকরণে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রাক-প্রাথমিক থেকে কিছু মৌলিক দক্ষতা অর্জন

শিক্ষকরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, শিক্ষার্থীরা যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং যারা গ্রহণ করেনি তাদের শেখার অভিজ্ঞতার এবং দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন ।

এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি আছে এমন ছাত্ররা, শিক্ষক এবং তাদের সহপাঠীদের সাথে অবাধ যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা তাদের সাথে কিছু প্রি-রিডিং দক্ষতা নিয়ে আসে, যা তাদের পড়া সম্পর্কিত কিছু কাজ দ্রুত করতে সক্ষম করে। তাদের অধিকাংশই বাংলা ও ইংরেজি নির্দেশনাবলি বুঝতে এবং সে সব নির্দেশনাবলির প্রতি সাড়া দিতে পারে। এছাড়াও তাদের মৌলিক রং এর ধারণা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নাম বলতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা তাদের মধ্যে ভাষার দক্ষতা এবং কিছু সূক্ষ মানসিক দক্ষতা তৈরি হয় যাতে তারা একটি পেন্সিল সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে, যোগাযোগ করতে পারে, ক্লাস শেষে ব্যাগ গুছাতে পারে। এছাড়া শিক্ষকরা প্রকাশ করেছেন যে, প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পটভূমি ছাড়া শিশুরা ক্লাসে চুপ থাকে এবং লজ্জা পায়, শিক্ষক এবং অন্যান্য শিশুদের সাথে কথা বলতে ভয় পায়।

একজন শিক্ষক বলেছেন যে

> "প্রাক-প্রাথমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা শিক্ষার্থীরা দ্রুত শেখে কারণ তারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারে যে, শ্রেণিকক্ষে কী করা প্রয়োজন আর কী প্রয়োজন না। যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি নেই তারা লাজুক, ফিসফিস করে তারা মাঝে মাঝে ইনফরমাল ভাষা ব্যবহার করে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি নেই তাদের ক্ষেত্রে এতটা সহজ হয় না। প্রাক-প্রাথমিক পটভূমির শিশুরা ক্লাসে যোগ দিতে ইচ্ছুক।" **(শ্রেঃ শিঃ-০৮)**

আগের উদ্ধৃতিতে সমর্থন করে আরেকজন শিক্ষক বলেন যে,

> "প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পটভূমির সাথে, শিক্ষার্থীরা নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করতে পারে, তাদের নাম লিখতে পারে এবং বাংলা ও ইংরেজিতে সাধারণ আদেশের জবাব দিতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক পটভূমির শিক্ষার্থীরা প্রায়শই দ্রুত শিখে যায় এবং সারাক্ষণ কিছু করার আগ্রহ দেখায়। যেসব শিশুরা সবসময়ই প্রাক-প্রাথমিকে যায় না বা একেবারেই উপস্থিত হয় না, তাদের শিক্ষকদের সাহায্যের প্রয়োজন বেশি হয়।" **(শ্রেঃ শিঃ-০৫)**

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি করার পাশাপাশি মানসিক এবং সামাজিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এটি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সহ শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ এ সহায়তা করে। প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষার্থীরা মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয়। ফলে পরবর্তী শ্রেনিগুলোতে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা তুলনামূলক দ্রুত পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, ফলাফলগুলি প্রাক-প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা এর অভাবের কারণে শিক্ষার্থীদের দুটি দলের মধ্যে কর্মক্ষমতায় একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্দেশ করে। বাচ্চাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতার সাথে একটি সুবিধা হলো বাচ্চাদের এমন একটি গ্রুপে বের হচ্ছে যারা প্রাক-প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভের কারণ তারা ইতিমধ্যেই স্কুলের পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়েছে। তাদের পূর্ব প্রয়োজনীয় শিক্ষার দক্ষতা রয়েছে যা তাদেও শ্রেণিকক্ষে কর্মক্ষমতা বাড়ায়। ফলস্বরূপ, পরবর্তী শ্রেণীর শিক্ষকরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, যদি দেশের সকল শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির আগে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে তাদের পাঠদান সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ গবেষণা উদ্দেশ্য-২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিতে প্রভাব বিস্তারের যাচাই।

এক্ষেত্রে রেজিঃ খাতা পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তিতে প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকগণের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

সাধারণত শিশুরা প্রথমে বিদ্যালয়ে আসতে ভয় পায়। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালুর ফলে যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে পারে তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের প্রতি তাদের প্রাথমিক ভীতি অনেকাংশেই দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার প্রতি আগ্রহ পায় এবং তা প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ভর্তি বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষকরা একমত হন যে, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুরা যখন আসে তখন পরবর্তী স্তরে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালুর পূর্বে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে নিজেকে মানাতে পারত না। শৈশবের শুরুতেই তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারাণা লাভ করতে পারায় এখন তারা পরবর্তী শিক্ষা প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ফলে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধিতেও এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ সম্পর্কে একজন প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য ছিল এরকম যে,

> "শিশুরা কোমল মনের অধিকারী। শৈশবের শুরুতেই যদি বিদ্যালয়ে আনন্দ পায় তাহলে তারা প্রাথমিক বা পরের স্তরে যেতে আগ্রহী থাকে। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি।" **(প্র: শি:-০৯)**

উপরোক্ত মতামত ছাড়াও শ্রেনি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলো আরো তিনটি থিমে ভাগ করা হলো:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের একটি সাধারণ দৃশ্যপট হলো বৃহৎ সিলেবাস এবং মুখস্থকরণের তিক্ত সংস্কৃতি। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন হলো অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী শেণীতে ভর্তি হতে অনেক ক্ষেত্রে ভয় পায়। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম এত নমনীয় ভাবে সাজানো যার মধ্য দিয়ে শিশুরা গেলে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিযোজন ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তারা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে আপন করে নিতে পারে ফলে প্রাথমিক শ্রেণি ভর্তির ইচ্ছে আরো বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর ভর্তির হারও বেড়ে যায়।

এ বিষয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য ছিল এমন যে,

> "শিক্ষা জীবনের শুরুর বাধা শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের দৈর্ঘ্যকে ছোট করে দিতে পারে কারণ কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তখন প্রি-অপারেশনাল পিরিয়ডে থাকে। এই বয়সে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেকোনো প্ররোচনাকে তারা আপত্তির সাথে নেয়। এটি পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তিতে তাদের মাঝে অনিচ্ছার সঞ্চার করে।" **(শি: বি:- ০২)**

অতএব, সকল উত্তরদাতারা সম্মতভাবে বলেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তির অনুপ্রেরণা যোগায় তথা ভর্তিতে ভূমিকা রাখে।

২. পারিবারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক প্রর্বতনের পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিচালিত হতো। কিন্তু অভিভাবকরা তেমন গুরুত্ব প্রদান করতো না। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি ভর্তি হতো এবং নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতো। ফলে নতুন শ্রেণীতে ভর্তির অনাগ্রহ এবং ঝরে পড়ার উপর প্রভাব পড়তো। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক নিয়োগ, আলাদা শ্রেণীকক্ষ নির্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীরা ভর্তি হচ্ছে। একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে বলেন যে,

> "আমাদের বিদ্যালয়ে পূর্বেও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি বা শিশু শ্রেণি ছিল। কিন্তু তখন তাদের জন্য আলাদা শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ ছিল না। ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে অভিভাবকদের আগ্রহ ছিল অপ্রতুল ।" **(প্র: শি:- ০৪)**

শ্রেণী শিক্ষক আরো বলেন যে, সরকারি বা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলা এবং অভ্যস্ততার প্রভাব

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রেণি শিক্ষকদের মতামত ছিল যে, শিশুমন সর্বদাই খেলার প্রতি আকৃষ্ট। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়টা পুরোপুরি তাদের খেলা ও খেলার মাধ্যমে শিখার সময়। কিন্তু সরাসরি প্রাথমিক শ্রেণি তাদের এই প্রক্রিয়ায় অন্যতম বাধা। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে, শিক্ষকরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়েই শিশুদের মাঝে আসে এবং খেলাধুলার উপকরণ শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। একই ভাবে প্রধান শিক্ষকরা মতামত দেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিগুলোর গঠন ও সরঞ্জাম পুরোপুরিভাবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত হয় এবং প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শিশুরা শৈশবের শুরুতে খেলা এবং খেলার সামগ্রির প্রতি আগ্রহী হয় এবং তারা যদি উপযুক্ত খেলার সাথী এবং পরিবেশ পায় তাহলে ঐ পরিবেশে পুনরায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফলে শিশু বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের খেলার সাথী মনে করে পরবর্তীতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যা পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভ করতে এবং ঝরে পড়া হ্রাস করতে হলে শিশুদের মানসিকভাবে তৈরি করতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীর খেলাধুলার পরিবেশ বিষয়ে একজন প্রধান শিক্ষকের মতামত নিচে অনুরূপভাবে তুলে ধরা হলো:

> "অনেক শিশুর মনে বিদ্যালয়ে একাকিত্বতা তৈরি থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির পর শিশু ব্যায়াম, খেলাধুলা ও অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে মেশার পর তার একাকীত্ব দূর হয় ও পরবর্তী স্তরে পড়তে আগ্রহী থাকে। ফলে তাদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।" (**প্র: শি:-১৭**)

এছাড়াও শিক্ষার্থীর ভর্তির অন্যতম প্রভাবক হচ্ছে শিক্ষার্থীর পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা। তাই উত্তরদাতারা এ বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন যে,

> "অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক সমস্যার কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করে, কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বন্ধ হয় না অর্থাৎ ভর্তি বৃদ্ধি পায়।" (**প্র: শি:-২৪**)

৬-৯ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশী সঞ্চালন, ভাষা, সামাজিক দক্ষতা ইতিমধ্যেই হয়ে যায় এবং এসময়ে তারা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আরো সুনিপুণ করতে আগ্রহী হয়। তারা নিজেরা নিজেদের মত করে যখন রঙের ব্যবহার করে, গণনার খেলা খেলে, আকৃতি মিলায়, হাঁড়ি পাতিল নিয়ে খেলে এবং বিভিন্ন জিনিস শ্রেনিকরণ ও দলকরণ করে, তখন এসবের মাধ্যমে বোধ ও চিন্তার দক্ষতার বিকাশ ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য শিশুদের সাথে বাড়ি-বাড়ি, রান্না-বান্না, অন্যান্য দলগত খেলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক দক্ষতার বিকাশ হয়। খেলার চাহিদা জন্মগত এবং সব শিশুই খেলতে চায়। শারীরিক বিকাশের জন্য সব শিশুকেই খেলতে হবে। শিশুর বিকাশে খেলার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন প্রাক শৈশবকালীন শিক্ষাকাজে নিয়োজিত শিক্ষকগণ ও গবেষণা কার্য্যে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞগন। তাঁদের মতে, খেলা শৈশবকালীন শিক্ষাকার্যক্রমের একটি অনস্বীকার্য অংশ হওয়া বাঞ্চনীয়। যেহেতু প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের পেশী সঞ্চালন, ভাষা, সামাজিক দক্ষতা ইতিমধ্যেই হয়ে যায়, এসময় তারা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের আরো সুনিপুণ করতে আগ্রহী হয়, বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানের, বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে তারা তাদের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে নিজেরা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় ।

উপরোক্ত তথ্য এবং মতামতের আলোকে সার্বিকভাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির অন্তর্ভূক্তি একটি যুগান্তকারী সংযোজন। প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থা চালুর ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ভীতি দূর হয় ফলে তারা বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর ফলে অভিভাবকরাও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং তাদের সচেতনতা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শ্রেনি সজ্জা, শিক্ষার উপকরণ অত্যন্ত আকর্ষনীয় হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সহজেই বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয় এবং পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সহজ অথচ আনন্দময় শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস করতেও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ডগুলো শিশুবান্ধব হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪ গবেষণা উদ্দেশ্য-৩

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করাঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক, শ্রেনি শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার প্রায় শতভাগ কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বে অনেক শিশু ঝরে পড়ে। একসময় এ ঝরে পড়ার পেছনে মূল এবং একমাত্র কারণ হিসেবে দেখা হতো শিশুর

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক আর্থিক সমস্যাকে। বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ যেহেতু দরিদ্র তাই তারা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠানোকে ব্যয়বহুল মনে করে। কিন্তু সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পরেও এ সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করা যায়নি। এই গবেষণার উত্তরদাতার শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার পেছনে অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিভিন্ন দিককেও তুলে ধরেছেন। যেমন: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ, অপরিচিত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ইত্যাদির নেতিবাচক প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষত প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ক্লাসে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ফলস্বরূপ, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে তাদের বইয়ের বিভিন্ন পাঠের সাথে পরিচয় না থাকায় তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের এই মতামতের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যর মিল পাওয়া যায়।

একজন প্রধান শিক্ষক তার মতামত এভাবে উপস্থাপন করেন যে,

> " বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং নিয়মকানুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুরুর বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এতে শিশুরা প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশকে ভয় পায় এবং বিদ্যালয়ে আসতে অনিচ্ছুক হয়। পরবর্তীতে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের শারীরিক, মানসিক বিকাশ ঘটলেও তা তাদেরকে বিদ্যালয়ে পুরোপুরিভাবে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়না। " **(প্র: শি:-৬)**

এছাড়াও অন্য একজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেন,

> " প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরুর বছরগুলোতে ক্লাসে অনুপস্থিত ও অমনোযোগী থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণিতে শিক্ষকদের পাঠদান বুঝতে পারেনা এবং আনন্দ পায়না। ফলে তারা ঝরে পড়ে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। " **(শি: বি:-১)**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণ নিজের মধ্যে গড়ে তোলে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের কাছে তুলনামূলকভাবে সহজে হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ, সহপাঠিদের সাথে যোগাযোগ, মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষকের নির্দেশনার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

এ বিষয়ে একজন প্রধান শিক্ষকের মতামত হলো:

> " প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুরা যখন আসে তখন পরবর্তী স্তরে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালুর পূর্বে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে নিজেকে মানাতে পারত না। কিন্তু এখন পারে। ফলে তারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে না। " **(প্র: শি:-০৯)**

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণও একজন প্রধান শিক্ষকদের মতামতের সুরেই তথ্য প্রদান করেন,

> " প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফলে শিশু বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের খেলার সাথী মনে করে পরবর্তীতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রোধের ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। " (**শিঃ বিঃ- ৩**)

অর্থ্যাৎ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার শিশুসুলভ খেলার পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আরো বেশি বিদ্যালয়ে টিকে থাকতে সহায়তা করে থাকে। কারন অল্প বয়সে শিক্ষার্থীদের এরকম উন্মুক্ত পরিবেশ খুবই পছন্দ। আর তারাও বিদ্যালয়ে আসতে চায়। পারিবারিক সহায়তাও এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া শিক্ষার মূল ধারণা তাদের জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরুর পূর্বে সংযোজন শিশুদের আত্মবিশ্বাস পরবর্তীতে বৃদ্ধি করে।

উপরোক্ত মতামত ছাড়াও শ্রেনি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলো আরো তিনটি থিমে ভাগ করা হলো:

১. শ্রেণিতে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে প্রাক-প্রাথমিক

উত্তরদাতা (শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ) এ বিষয়ে মতামত দেন যে, একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাধারণত একদিনে বিদ্যালয় আসা বন্ধ করে দেয় না। তাদের না আসার পেছনে কারণ বিভিন্ন রকম হলেও তারা ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বা এর সবচেয়ে বড় লক্ষণ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি। একজন শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন বিদ্যালয়ে না আসার কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। এক্ষেত্রে, কারণগুলো হতে পারে: পাঠ বুঝতে বা শিক্ষকের নির্দেশনা বুঝতে না পারা, পাঠের বিষয়ে পূর্ব জ্ঞান না থাকে, বিদ্যালয়ের পরিবেশের মিলিয়ে বা খাপ খাইয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি। আর এসকল সমস্যা সমাধানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন যথাযথ এবং অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এই বিষয়ে একজন শ্রেনি শিক্ষকের মন্তব্য,

> " প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে ধরে রাখার ব্যাপারে অন্তত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া কমে। " (**শ্রেঃ শিঃ- ১৬**)

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও কাঠামো প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নমনীয়। শিক্ষার্থীদের অভ্যাস তৈরিতে এই পরিবেশ অন্তত কার্যকর। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে এমন শিক্ষার্থী প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়ে সমস্যাগুলোর সাথে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে পারে। ফলে তারা শ্রেণিতে বেশি উপস্থিত থাকে, তাদের শ্রেণিকক্ষের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তারা সহজে ঝরে পড়ে না।

২. পাঠের বিষয়ে পূর্বজ্ঞান তৈরিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উত্তরদাতারা এ বিষয়ে মতামত দেন যে, শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন শ্রেণিতে শিখন কার্যক্রমে জড়িত হয় তখন পূর্ব জ্ঞানের অভাব শিক্ষার্থীদের পাঠ মনোযোগী হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। একজন শ্রেনি শিক্ষক এভাবে উল্লেখ করেন যে,

> " প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা না থাকার কারণে অনেক শিশুদের পাঠ্যবই সম্পর্কে ধারণা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। এতে তারা বিদ্যালয় বিমুখ হয় এবং এক/দুই বছরের মধ্যে ঝরে পড়ে।" এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। " (**শ্রেঃ শিঃ- ০৮**)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পাঠদানের সময় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদানের কিছু মৌলিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়ে থাকে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থী পূর্বজ্ঞান ভুলে যায় না এবং তারা পাঠ্য বিষয় বুঝে, পাশাপাশি এসবের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে। এতে তাদের বিদ্যালয় জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ঝরে পড়া কমে যায়।

৩. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণের প্রভাব

উত্তরদাতারা এ বিষয়ে মতামত দেন যে, শিশুদের মনের আকর্ষণ সবসময় আত্মকেন্দ্রিক এবং তার অনুকূলে থাকা জিনিসের দিকে বেশি হয়। সাধারণত একজন শিক্ষার্থী যখন শিক্ষা জীবনের শুরুতে কঠোর বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া শুরু করে তখন তাদের শিক্ষা জীবন এক বা দুই বছরের বেশি স্থায়ী হয় না। তারা একসময় বিদ্যালয়কে অপছন্দ করতে শুরু করে এবং বিদ্যালয় আসা বন্ধ করে দেয়। যাকে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বা ড্রপ আউট বলি। শিক্ষকের এ বক্তব্যের সাথে মিল রেখে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যুক্ত করেন যে, উপযুক্ত প্রস্তুতিই একজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা এবং পাঠকার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা দিতে পারে। আর আমাদের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই এটি। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষাক্রম এবং শ্রেণিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থী-বান্ধব এবং শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দ দিতে প্রস্তুত। তাই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে থেকে পরবর্তী সময়েও ঝরে পড়ে না। একজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

> " প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা কার্যক্রম অনেক গবেষণার ফলাফল। এতে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি এবং ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। " (**শিঃ বিঃ- ০২**)

অন্য একজন উত্তরদাতা (প্রধান শিক্ষক) উল্লেখ করেন,

> " প্রাক-প্রাথমিকের আলাদা শ্রেণিকক্ষ এমন করে সাজানো হয় যেন তা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ এই প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করে। " (**শ্রেঃ শিঃ- ০৭**)

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা এবং মন্তব্যগুলোর আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার জন্য অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি মানসিক বিভিন্ন কারণও অনেকাংশে দায়ী। বিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ, অপরিচিত শিক্ষক-সহপাঠী, নতুন পরিবেশ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের এসব ভীতি দূর করে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে অভিযোজন বাড়ায়, ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস পায়। পাঠ্য বই সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকার ফলে পাঠ্যবিষয় তাদের কাছে সহজে বোধগম্য হয় এবং তাদের বিদ্যালয়ের প্রতি বিমুখতা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ হলো, মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করা। এখানে শিশুরা কোনরকম ভয়-ভীতি ছাড়াই আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর একারনেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার অনেক হ্রাস পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ অন্যান্য গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

অত্র গবেষণার উদ্দেশ্য তিনটির আলোকে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দেখা যায়ঃ-

এই গবেষণার উদ্দেশ্য প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিবর্তন, ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ কিভাবে প্রভাবিত হয় তা খুঁজে বের করা।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্ররা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা না থাকা শিক্ষার্থীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত ভাষা, সংখ্যাসূচক, মৌলিক দক্ষতা এবং শ্রেণিকক্ষের অংশগ্রহণ দেখিয়েছে । বিশেষভাবে, বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই দক্ষতার ক্ষেত্রে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের নির্দেশনার প্রতি আরও বেশি সাড়া প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া নতুন কোনো নির্দেশনা ছাড়াই তাদের সহপাঠীদের সাথে ভালোভাবে কথা বলছিল এবং সাড়া দিচ্ছিল। একইভাবে, Woldehanna (2016) গবেষণা করে পেয়েছেন যে, প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষাথীদের শব্দভান্ডার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। উপরন্তু, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা বাংলা এবং ইংরেজি শব্দগুলি যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেই তাদের চেয়ে ভালোভাবে লিখতে সক্ষম হয়েছিল। তারা বর্ণমালা এবং তাদের নাম লিখতেও সক্ষম হয়েছিল। এই গবেষণার ফলাফল অন্য একটি গবেষণার ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অক্ষর সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান প্রদর্শন করেছে, রঙের নামকরণ আরও সঠিকভাবে করতে পেরেছিল।

শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের সাথে পরিচিত সম্পর্কে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের আরো সুবিধাজনক অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাদের মৌলিক দক্ষতা ছিল যেমন: শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের সাথে অভিবাদন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে পাশাপাশি দলগত কাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। পূর্ববর্তী গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত শিশুরা এই ধরনের শিক্ষা ছাড়া শিশুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর সামাজিক দক্ষতা দেখায় (Osakwe, 2004; Bakken et al., 2009)। যদিও ভিন্ন একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, শৈশবকালীন কর্মসূচিগুলি শিশুদের সামাজিক দক্ষতার উপর কম প্রভাব ফেলে কারণ তারা কিছু আচরণগত সমস্যা প্রদর্শন করে, যা আমাদের গবেষণার ফলাফলের বিপরীত (Issaacs, 2000)।

Dhaka University Institutional Repository

ওসাকওয়ে (২০০৯) দ্বারা পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের অনুরূপ ছিল যেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেই তাদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর মানসিক দক্ষতা প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, সঠিকভাবে পেন্সিল রাখা, রং এবং শরীরের অংশের নামকরণ, বস্তুর তুলনা করা, ক্লাসের পর ব্যাগ গুছানো ইত্যাদি দক্ষতা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো সঠিকভাবে পাওয়া যায়।

অত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপ তথ্য আমরা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫ এ পাই। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপে দেখা যায় যে, ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালুর পরে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে প্রায় ৮০ শতাংশে উপনীত হয়। এখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ভূমিকা খুবই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মাহমুদা শায়লা বানু (১৯৯৭) "প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণায় দেখতে পান, "প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।"

বিদ্যালয়ের রেজিঃ খাতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবার ফলে পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণের হার অনেক কম ছিল। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবার ফলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণের হারও বেড়েছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার অনেক কমে আসছে।

অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকই মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখবে বলে তারা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন। সকল শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকায় শিশুরা এখন বাসার চেয়ে বিদ্যালয়ে অবস্থান করতে বেশি পছন্দ করে। আর নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব পেয়ে তো ওদের আনন্দের সীমাই নেই।

উক্ত ফলাফলের সাথে অভিন্ন ফল পাওয়া গেছে আরনল্ড এর পরিচালিত একটি গবেষণায়। আরনল্ড (২০০৩)-এর গবেষণায় আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক গবেষণা এবং নেপালের একটি গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফল হিসেবে শিশুর বিদ্যালয়ে অকৃতকার্যতা, পুনরাবৃত্তি, অনুপস্থিতি এবং ঝরে পড়ার হার কম দেখা যায়। এটা বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

আমাদের গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপ বক্তব্য সমর্থন করে মেয়ার্স (১৯৯২)-বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মসূচির ব্যয় কমায় যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য অতীব জরুরি।"

এই গবেষণায় আরেকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। যার সাথে বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ, ২০১৫ এর তথ্য পুরোপুরিই সাদৃশ্যপূর্ণ। ২০১০ সালের পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৩৯.৮%, ২৯.৭%, ২৬.২%, ২১.৪%, ২০.৯%, ২০.৪%।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে হোসেন (২০১০) বলেছেন, "আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলামে শিশুদের উপর অনেক বিষয়ই চাপিয়ে দেয়া হয়। যে কারণে শিশুরা লেখাপড়ার মজাটা নিতে পারে না। আনন্দঘন পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করলে বেশি বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া এবং ক্লাসে অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়ার হার অনেক কমতে পারে।"

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যায়। এটি শিক্ষার্থীদের কার্যকরী শিক্ষার জন্য এবং তাদের একাডেমিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে নিজেকে সজ্জিত করতে এবং অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করে। এটি শিক্ষার্থীদের স্কুল ত্যাগ করতে বাধা দেয় এবং তাদের আরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে যা ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরে পড়াকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, এই গবেষণায় শিক্ষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, সকল শিশুদের যেন অবশ্যই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয় যাতে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরবর্তী বছরগুলির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৫.১ সূচনা

সংগঠিত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের ফলাফল তথা ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতার পরিবর্তন যাচাই করা যা একটা মিশ্র গবেষণা পদ্ধতির সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল এবং প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হলো।

৫.২ সুপারিশসমূহ

- গবেষণা থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি হলেও এখনও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাই সরকারের প্রথম করনীয় হবে সকল শিক্ষার্থীর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
- বিভিন্ন সরকারী বেসরকারি প্রকল্পের সাহায্যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অভিভাবকদের (বিশেষত গ্রামের অভিভাবক) কাছে তুলে ধরা। এমনকি খবর প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ঘটানো।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করা|
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমে সমন্বয় থাকতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং মান উন্নয়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে হবে। ছবি, চার্ট, বাস্তব বস্তু, মডেল প্রভৃতি উপকরণ বহুলভাবে ব্যবহার করে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- দরিদ্র অভিভাবক সহ সকল অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক অনুদান ও সরকারী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ উপসংহার

সংগঠিত গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা, ভর্তি এবং ঝরে পড়ার অবস্থা নিরুপণ করা। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থী পারদর্শিতা বৃদ্ধি, ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হওয়া, প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি পাওয়া ও প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পাওয়া যদিও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড শিশু-বান্ধব হওয়া এবং বাস্তবায়ন মানদণ্ডগুলো কঠোরভাবে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করাতেই এর সুফল শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারছে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক মান কঠোরভাবে তদারকি ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে শিক্ষকগণ শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারছেন। তাছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কারণে শিশুরা পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে এখানে এসে প্রথম কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এটি শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা শুরুর ধাপ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত। কিন্তু শুধু এই এক বছরই নয় এর ব্যাপ্তি ও পরিধি আরও বিস্তৃত। শৈশবের শুরুতেই অর্জিত এ অভিজ্ঞতা অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তন শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপে জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তী ধাপে পদার্পন করে। প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর এ পরিবর্তনের হার অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শিশু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে উঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি। তাই শিশুর সার্বিক শিক্ষা জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিহার্য। শৈশবে শিশুর শিক্ষা সম্পর্কিত ভীতি দূরীভূত হলে পরবর্তী স্তরে এগিয়ে যেতে তার আর কোন সমস্যা হয় না। এছাড়াও এখান থেকেই শিশু সামাজিকীকরণের শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন ধরনের দলীয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। একইভাবে খেলাধুলার উপকরণ নিজেদের মধ্যে বিনিময় করা,

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা, সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত করা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণের কারণে শিশুর মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। যা ভবিষ্যতের শিক্ষা কার্যক্রমেও তাকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। সামগ্রীকভাবে তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী স্তরে পদার্পণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক ভূমিকা তৈরি, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে ঝরে পড়ার হারকে অনেকাংশেই হ্রাস করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যা এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক

নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরণ ও সংখ্যা

উপকরণের ধরণ	উপকরণ	উৎস	বিদ্যালয় প্রতি	মোট (৩০টি বিদ্যালয়)
সংখ্যাগত (Quantitative)	তথ্য বিশ্লেষণ	ভর্তি ও উত্তীর্ণদের রেজিস্টার খাতা	১+৬	২১০
গুণগত (Qualitative)	সাক্ষাতকার (Interview)	বিশেষজ্ঞ	-	৩ জন
	সাক্ষাতকার (Interview)	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক	১ জন	৩০ জন
	সাক্ষাতকার (Interview)	প্রধান শিক্ষক	১ জন	৩০ জন

মোট = ৩৬০

নির্বাচিত ভৌগলিক এলাকা ও বিদ্যালয়

নির্বাচিত ভৌগলিক এলাকা		নির্বাচিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
বিভাগ	জেলার সংখ্যা	গ্রাম	শহর/উপশহর
ঢাকা	১	৭	৮
বরিশাল	১	৭	৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

মহোদয়,

এই সাক্ষাৎকারপত্র/প্রশ্নপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এম.ফিল প্রোগ্রামের আওতায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া" শীর্ষক গবেষণার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ প্রশ্নসমূহে উল্লেখিত বিষয়সমূহ গবেষণা কর্মের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নোক্ত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার মতামত হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কঠোর গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া"।

সেকশন-১

সাধারণ তথ্যাবলী

তথ্যদাতার নাম : ..... মোবাইল নং: .....

লিঙ্গ : .....

বয়স : .....

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ : .....

বিভাগ: ..... জেলা: .....

উপজেলা/থানা: ..... পৌরসভা/ইউনিয়ন: .....

ওয়ার্ড নং: ..... গ্রাম/মহল্লা: .....

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ..... সাক্ষাতকারের সময়: .....

Dhaka University Institutional Repository

সেকশন-২

প্রশ্নমালা

১। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ: .....

২। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ:.....

৩। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুর নির্ভরযোগ্যতা আছে কি?

উ:.....

৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে কতটুকু সক্ষম বলে মনে করেন?

উ:.....

৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে কি?

উ:.....

৬। আপনি কি মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা দরকার ছিল?
কেন দরকার ছিল?

উ:.....

৭। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় উপনীত হতে ও সামঞ্জস্য রাখতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে কি?

উ:.....

৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শহর/উপ-শহর এবং গ্রামের শিক্ষার্থীদের অর্জিত কৃতিত্বে পার্থক্য দূর হবে কি?

উ:.....

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে কি?

উ:.....

১০। চালুকৃত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংস্কার করার প্রয়োজন আছে কি?

উ:.....

১১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা যাচাই সম্ভব কী?

উ:.....

১২। শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে প্রাথমিক শিক্ষার মূল শিক্ষাক্রমে একাত্ম হতে পারবে কি?

উ:.....

১৩। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো প্রভাব আছে কি?

উ:.....

১৪। শিশুদের বিকাশ এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বেশ প্রয়োজনীয় বলে আপনি মনে করেন কি?

উ:.....

১৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ও শিক্ষার্থীরা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কি?

উ:.....

১৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশে মজবুত ভিত্তি তৈরী করবে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ:.....

১৭। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুতে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে ইতিবাচক প্রভাব আছে কি?

উ:.....

১৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর কারণে পরবর্তী শিক্ষা স্তরে শিশুর সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে কি?

উ:.....

১৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুর অন্যান্য শিক্ষার্থীর প্রতি সহনশীলতা বাড়বে কি?

Dhaka University Institutional Repository

উ:.....

২০। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে কি?

উ:.....

২১। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধির জন্য সন্তানদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করাতে হবে-এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্টি করা কতটুকু প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

২২। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়া রোধকল্পে অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

২৩। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে মনে করেন?

উ:.....

২৪। এসকল সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়?

উ:.....

২৫। আপনার মতামত, সুপারিশ সমূহ:

.....

.....

.....

.....

"তথ্য প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি শিক্ষক

মহোদয়,

এই সাক্ষাৎকারপত্র/প্রশ্নপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এম.ফিল প্রোগ্রামের আওতায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া" শীর্ষক গবেষণার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ প্রশ্নসমূহে উল্লেখিত বিষয়সমূহ গবেষণা কর্মের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নোক্ত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার মতামত হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কঠোর গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া"।

সেকশন-১

সাধারণ তথ্যাবলী

তথ্যদাতার নাম : ..... মোবাইল নং: .....

লিঙ্গ : .....

বয়স : .....

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ : .....

বিভাগ: ..... জেলা: .....

উপজেলা/থানা: ..... পৌরসভা/ইউনিয়ন: .....

ওয়ার্ড নং: ..... গ্রাম/মহল্লা: .....

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ..... সাক্ষাতকারের সময়: .....

Dhaka University Institutional Repository

সেকশন-২

প্রশ্নমালা

১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণি কক্ষে ক্লাস পরিচালনা করতে কেমন লাগে?

উ:.....

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করেন কিনা?

উ:.....

৩। সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন প্রণয়ন করেন কিনা?

উ:.....

৪। উপকরণ ব্যবহার করেন কিনা? নিজের তৈরি নাকি? ওগুলো কী কী?

উ:.....

৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানেন কিনা?

উ:.....

৬। শ্রেণিকক্ষ আকর্ষণীয়ভাবে সাজান কিনা? সাজালে কি কি ব্যবহার করেন?

উ:.....

৭। শ্রেণিকক্ষের ভেতর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখেন কিনা?

উ:.....

৮। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদা খেয়াল রাখেন কিনা? রাখেলে, কিভাবে রাখেন?

উ:.....

৯। শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিষয় ভালো লাগে বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

১০। শিক্ষার্থীদের অপছন্দের জিনিসগুলো কী কী?

উ:.....

১১। শিক্ষার্তীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেন কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

উ:.....

১২। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কিনা? বছরে ৩টি সভা হয় কিনা?

উ:.....

১৩। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী অর্জনের জন্য কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি মনে করেন? প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে কী কী করণীয়?

উ:.....

১৪। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক আপনাকে সহযোগিতা করেন কিনা?

উ:.....

১৫। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেছে কিনা? করলে তারা কোন ফলাবর্তন দিয়েছে কিনা?

উ:.....

১৬। আপনি যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো নিয়ে বিদ্যালয়ে কারো সাথে আলাপ করেন কি? করলে তারা কোন সহযোগিতা করেছে কিনা?

উ:.....

১৭। আপনি প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়মিত রিপোর্টিং করেন কিনা? সমস্যায় পড়লে উনার কাছ থেকে কেমন সহযোগিতা পান?

উ:.....

১৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী স্তরে অংশগ্রহণ করে বলে আপনি মনে করেন কি? অংশগ্রহণ করলে কেন করে?

উ:.....

১৯। প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালুর ফলে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

২০। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ কল্পে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কিনা? হ্যাঁ হলে কেন?

উ:.....

২১। শিক্ষা পদ্ধতি আপনার কাছে সঠিক বলে মনে হয় কিনা? ব্যাখ্যা করুন।

উ:.....

২২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন আনার দরকার আছে কি? থাকলে কী কী?

উ:.....

২৩। আপনার মতামত, সুপারিশ সমূহ:

.....

.....

.....

Dhaka University Institutional Repository

"তথ্য প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

প্রশ্নপত্র

প্রধান শিক্ষক

মহোদয়,

এই সাক্ষাৎকারপত্র/প্রশ্নপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এম.ফিল প্রোগ্রামের আওতায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া" শীর্ষক গবেষণার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ প্রশ্নসমূহে উল্লেখিত বিষয়সমূহ গবেষণা কর্মের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিম্নোক্ত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার মতামত হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কঠোর গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া"।

সেকশন-১

সাধারণ তথ্যাবলী

তথ্যদাতার নাম : ..... মোবাইল নং: .....

লিঙ্গ : .....

বয়স : .....

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ : .....

বিভাগ: ..... জেলা: .....

উপজেলা/থানা: ..... পৌরসভা/ইউনিয়ন: .....

ওয়ার্ড নং: ..... গ্রাম/মহল্লা: .....

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ..... সাক্ষাতকারের সময়: .....

Dhaka University Institutional Repository

সেকশন-২

প্রশ্নমালা

১। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ:.....

২। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ:.....

৩। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুর নির্ভরযোগ্যতা আছে কি?

উ:.....

৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে কতটুকু সক্ষম বলে মনে করেন?

উ:.....

৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে কী?

উ:.....

৬। আপনি কি মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা দরকার ছিল? কেন দরকার ছিল?

উ:.....

৭। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় উপনীত হতে ও সামঞ্জস্য রাখতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে কি?

উ:.....

Dhaka University Institutional Repository

৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শহর/উপ-শহর এবং গ্রামের শিক্ষার্থীদের অর্জিত কৃতিত্বে পার্থক্য দূর হবে কি?

উ:.....

৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে কি?

উ:.....

১০। চালুকৃত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংস্কার করার প্রয়োজন আছে কি?

উ:.....

১১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা যাচাই সম্ভব কী?

উ:.....

১২। শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে প্রাথমিক শিক্ষার মূল শিক্ষাক্রমে একাত্ম হতে পারবে কি?

উ:.....

১৩। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো প্রভাব আছে কি?

উ:.....

১৪। শিশুদের বিকাশ এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বেশ প্রয়োজনীয় বলে আপনি মনে করেন কি?

উ:.....

১৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ও শিক্ষার্থীরা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কি?

উ:.....

১৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশে মজবুত ভিত্তি তৈরী করবে বলে আপনি মনে করেন কী?

উ:.....

১৭। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুতে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে ইতিবাচক প্রভাব আছে কি?

উ:.....

Dhaka University Institutional Repository

১৮। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর কারণে পরবর্তী শিক্ষা স্তরে শিশুর সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে কি?

উ:.....

১৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুর অন্যান্য শিক্ষার্থীর প্রতি সহনশীলতা বাড়বে কি?

উ:.....

২০। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফলে পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে কি?

উ:.....

২১। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধির জন্য সন্তানদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করাতে হবে-এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের মধ্যে সৃষ্টি করা কতটুকু প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

২২। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়া রোধকল্পে অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?

উ:.....

২৩। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন কি? করলে কিভাবে?

উ:.....

২৪। শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার প্রয়োজন আছে কি'না?

উ:.....

২৪। শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে কি'না?

উ:.....

২৫। শিক্ষকের মানের যথেষ্টতা নিশ্চিত করা হচ্ছে কি'না?

উ:.....

২৬। শিক্ষকের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা আছে কি'না?

উ:.....

২৭। শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কি'না?

Dhaka University Institutional Repository

উ:.....

২৮। ঝরে পড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর পূর্বে কেমন ছিলো?

উ:.....

২৯। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মানোন্নয়নে আপনার সুপারিশ:

.....

.....

.....

.....

"তথ্য প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

পরিশিষ্ট-খ

সম্মতি পত্র

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

সূত্র : তারিখ:

প্রতি : .....
.....
.....

প্রিয় মহোদয়,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল প্রোগ্রামের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষার্থী এম.এ. মজিদ, রোল: ১৪-৯০৮, রেজি:১৬৯, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণাকার্য পরিচালনা করছেন। তার গবেষণার শিরোনাম হচ্ছে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ : শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া"।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণাকার্যটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আপনার ও আপনার সহকর্মীদের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এটি বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি।

গবেষণা কাজের স্বার্থে সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

ধন্যবাদান্তে

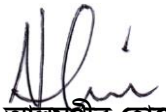

(মোঃ আলমগীর হোসেন)
তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-গ

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বিষয়ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের নূন্যতম মানদণ্ডসমূহ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রনীত এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলামের আলোকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৭৬৭২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী পিইডিপি-৩ এর একটি উল্লেখযোগ্য এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম হলো "প্রাক-প্রাথমিক"। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) এর একটি DLI অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ন্যূনতম মানদন্ড অনুমোদন করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের **নূন্যতম মানদন্ডসমূহের নমুনা নিম্নরূপঃ**

মানদন্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদন্ডের গ্রেড/স্তর
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	• প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার মধ্যে অবস্থিত হতে হবে।
স্কুলের প্রাঙ্গণ	• স্কুল প্রাঙ্গনটি হতে হবে পরিষ্কার, সমতল এবং জলাবদ্ধ নয় এমন; • শ্রেণিকক্ষের বাহিরে খেলা করার মত যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে; • প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন: প্রবেশ পথটি হতে হবে সমতল, র‍্যাম্প এবং প্রশস্ত দরজা থাকতে হবে)
শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ	• ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ২৫০ বর্গফুটের শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে; • শ্রেণিকক্ষের মেঝে হতে হবে সমতল, শুকনা, পরিষ্কার এবং মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে; • শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমানে আলো এবং বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে; • শিশুদেরকে ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন সুরক্ষা করতে পারে শ্রেণিকক্ষটি এমন হতে হবে; • শিশুদের সৃজনশীল কাজগুলো প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে।
আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী	• মেঝের জন্য রেক্সিনের মাদুর (রংগীন ডিজাইন করা) থাকতে হবে; • শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো চক/হোয়াইট বোর্ড থাকতে হবে; • শিক্ষকের জন্য মোড়া, চেয়ার বা টুল থাকবে; • মালামাল রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক/আলমারী/বক্স ইত্যাদি থাকবে; • ঝাড়ু এবং ময়লা ফেলার জন্য ঝুড়ি থাকবে।
পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা	• শ্রেণিকক্ষে পানি খাওয়ার জন্য জগ, গ্লাস সহ যথেষ্ট পরিমানে পানিয় জল থাকতে হবে; • স্বাস্থ্য- সম্মত পায়খানার সুবিধাসহ পায়খানায় প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করতে হবে অথবা একটি বড় জলাধারে পানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে; • পানি ও সাবানসহ একটি সাধারণ স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে; • পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য হারপিক, ব্রাশ বা ঝাড়ু থাকতে হবে।
নিরাপত্তা	• শ্রেণিকক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত; (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী) • ফার্ষ্ট এইড কিট বক্স শ্রেণিকক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে; • তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষটি প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের জন্য নির্ধারণ করতে হবে; • শিশুদের স্কুলে আসা যাওয়ার পথটি নিরাপদ হতে হবে।
শ্রেণিকক্ষ সংগঠন	• শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়; • শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে; • শিশুদের চোখ বরাবর সোজা সকল কিছু দেয়ালে প্রর্দশন করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

	• কমপক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে; সেগুলো হলো। বই কর্ণার, ব্লক কর্নার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্নার ইত্যাদি) • বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেন্ডার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং একীভূত (মিশ্র এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা)।
শিখণ- শেখানো উপকরণ	• জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে সকল উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকতে হবে; • উপকরণ হতে হবে শিশুতোষ, নন্ টক্সিক, এবং নিরাপদ (কোন ধারালো কোণা থাকবে না।) উপকরণ হবে রঙিন, যাতে শক্ত, নরম ও হালকা তন্ত ব্যবহার করা হয়েছে; • স্থানীয়ভাবে তৈরি ও ক্রয়করা উপকরণের মিশ্রণ থাকতে হবে; • সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে; • উপকরণগুলো যথোপযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না; • উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
শিক্ষক	• প্রতি শ্রেণিতে একজন প্রাক-প্রাথমিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক।
শিক্ষক - শিক্ষার্থী অনুপাত	• ১:৩০ (প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ও শিখণক্রম অনুসারে), তবে কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে ৩০ এর বেশি শিক্ষার্থী থাকলে শাখা করা যেতে পারে।
স্কুলে সময়সীমা ও দৈনন্দিন রুটিন	• শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে; • দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে; • এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিঘ্নহীন হতে হবে; • প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে রুটিন তৈরি করতে হবে; • শ্রেণি কক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লশ রুটিনটি প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।
শিশুর সাথে যোগাযোগ	• শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন, সম্মান প্রদর্শন করে।
অভিবাদন ও উৎসাহদান	• অভিবাদন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে দেখা হয়; • শিক্ষক শিশুদেরকে যে কোন উপলক্ষে প্রশংসা করবেন এবং উৎসাহ প্রদান করবেন।
শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক	• শিশুরা ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করবেন।
কাজের ধরণ (টাইপ অব এ্যাক্টিভিটি)	• একক, দলীয়, জুটি'র কাজ গুলো শিখনক্রম/ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সমন্বয় করা।
খেলার ধরণ (টাইপ অব প্লে)	• বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখণক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থুল ও সুক্ষ্ম পেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারন করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছেমত খেলার সমন্বয় থাকে; • শিক্ষক নির্দেশনা অনুসারে শিশুদের খেলায় সহায়তা করবেন।
প্রকৃতি এবং বাহিরের এলাকা বা প্রাঙ্গণের ব্যবহার	• শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক কোন উপলক্ষে প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রেণি কক্ষের চারপাশের প্রাঙ্গন ব্যবহার করবেন; • শিশুদেরকে প্রকৃতির মাঝে নিয়ে যান।
শিখন - শেখানো উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার	• শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে থাকা উপকরণ/সহায়তা/সাপোর্ট ব্যবহার করবেন।
সতন্ত্র (একক) শিখণ এবং সহায়তা	• শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে কোন সময় পেয়ে থাকে।
অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	• শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুয়োগ পায়;
শিক্ষার্থী-দের সাথে মিথস্ক্রিয়া	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলামেশার ন্যূনতম সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরণের মিথস্ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করবেন এবং প্রশংসা করবেন।
স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ন্যূনতম স্থানীয় উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকবে; • শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখণ - শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক কোন কোন সময় স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যায়াম ও বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে বিঘ্নহীন উত্তোরণ	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা ব্যায়াম/শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় শিশুরা বিশ্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায়।
নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং দলীয় কাজ	• শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্ব ও দক্ষতা পরিচর্যা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ধারনার উন্নয়ন ঘটে; • নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।
শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা	• শিক্ষক শুধুমাত্র রুটিনে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করবেন; • নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক কোন সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।
বৈচিত্র্যতা ও একীভূততা চিহ্নিত করা	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ক্লাশ পরিচালনা করেন এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করবেন; • নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন কোন সময় মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন; • সামর্থ্য, জেন্ডার, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুকে ভালভাবে গ্রহণ করবেন এবং শ্রদ্ধা করবেন।
শিশুদের অংশগ্রহণ	• শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৫০%ভাগ সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।
ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতা	• শিক্ষক শারীরিক বা মানসিক কোন শাস্তি দিয়ে বা নেতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনেন না ।
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন	• সতন্ত্র রেকর্ড রেখে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন; • শিক্ষার্থীদের মাসিক সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডের জন্য মূল্যায়ন করবেন।
পরিদর্শন/তত্ত্বাবধায়ক	• নির্দিষ্ট এবং প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা একটি স্কুল মাসে একবার পদ্ধতিগতভাবে তত্ত্বাবধায়ন করা হয়; • বর্তমান কাঠামো অনুসারে মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়ন করা হয়; • মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য নীতিমালা ও টুলস আছে।
রিপোর্টিং	• দ্বিমূখী রিপোর্ট শিক্ষকের নিকট রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপকের নিকট রিপোর্ট এর ব্যবস্থা আছে; • রিপোর্টের জন্য নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকবে; • ফলো-আপের জন্য রেকর্ড রাখা হয়।
অভিভাবক সভা	• মাসিক অভিভাবক সভা বছরে কমপক্ষে ৬টি হবে
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	• প্রাক-প্রাথমিকসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও রিফেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান।
তত্ত্বাবধায়ক-দের প্রশিক্ষণ	• প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ের উপর তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
উপকরণ বিতরণ	• সকল মূল উপকরণ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে পৌঁছাবে।
হাজিরা খাতা	• হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে।

২। প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শন/ তত্তাবধানকালে ন্যূনতম মানদন্ড অর্জনের জন্য পরামর্শ ও তদারকি করবেন।

৩। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে এবং ন্যূনতম মানদন্ড বিদ্যালয়ে অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪। উপরোক্ত মানদন্ডের আলোকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৫। এ বিষয়ে যে কোন পরামর্শ ও অস্পষ্টতা থাকলে প্রাক-প্রাথমিক সেলের(শিক্ষা অফিসার মোবাইল ০১৭১১৩৪৬৯৫৭) সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২৫.২.২০১৬

মোঃ আলমগীর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)
.....উপজেলা.....জেলা
(পত্রটি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ নিশ্চিত করবেন)

স্মারক নংঃ প্রাশিঅ/ পওঅ/পিপিই/বিবিধ/২০১৫/ ৬০

তারিখঃ ১৬ ফাল্গুন ১৪২২ / ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

১. পরিচালক (সকল) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২. সিস্টেম ম্যানেজার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর(প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে পত্রটি আপলোড অনুরোধসহ)
৩. বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল) প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট।
৪. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস (সকল).....জেলা।
৫. সুপারিনটেনডেন্ট (সকল) .....পিটিআই।
৬. ইন্সট্রাক্টর/ থানা/উপজেলা রির্সোস সেন্টার (সকল).....উপজেলা.....জেলা।
৭. অফিস কপি।

২৫.০২.২০১৬

মোঃ বাদশা মিয়া
সহকারী পরিচালক (প্রাক-প্রাথমিক)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
☎ ০১৭১৮৯৩৮২০৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ঘ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

References

Anasız, B. T., Ekinci, C. E., & Anasız, B. Y. (2018). The Impact of Pre-primary Education on Students' Academic Achievement in Later Schooling Years: TEOG Exams. *Journal of the Faculty of Education*, *19*(2), 154-173.

Bibi, W., & Ali, A. (2012). The impact of pre-school education on the academic achievements of primary school students. *The Dialogue*, *7*(2), 152-159.

Bray, M. (2001). *Community partnerships in education: Dimensions, variations and implications*. Paris: Unesco.

Christensen, L. B., Johnson, B., Turner, L. A., & Christensen, L. B. (2011). Research methods, design, and analysis

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson Education.

EC, (2020, February 09). *Teaching and Learning in pre-primary education*. Retrieved from EURYDICE: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and learning-pre-primary-education-1_en

Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2001). *An introduction to qualitative research*. Trent focus group.

Heffernan, H. (1960). Significance of kindergarten education. *Childhood Education*, *36*(7), 313-319.

Ifakachukwu, O. (2011). Early childhood education: An overview. *International NGO Journal*, 6(1), 030-034.

Isaacs, J. B., & Roessel, E. (2008). Impacts of early childhood programs. Washington, DC: The Brookings Institution and First Focus.

Jahan, M. (2005). Needs assessment of early childhood care and education in Bangladesh. *Bangladesh Education Journal*, *4*(2), 9-33.

Justice, L. M., & Vukelich, C. (Eds.). (2008). *Achieving excellence in preschool literacy instruction*. Guilford Press.

Kapur, R. (2018). Factors influencing the students academic performance in secondary schools in India. *University Of Delhi*.

Knopf, H. T., & Welsh, K. L. (2010). Preschool Materials Guide.

Dhaka University Institutional Repository

Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative research design: An interactive approach* (Vol. 41). Sage publications.

Ministry of Education, P. R. (2010). National Education Policy, 2010. In M. o. Education, *National*
Education Policy, 2010. Ministry of Education, Peoples Republic of Bangladesh

Mustard, J. F. (2009). Canadian progress in early child development–putting science into action. *Paediatrics & Child Health*, *14*(10), 689-690.

Mustard, J. F. (2010). Early brain development and human development. *Encyclopedia on early childhood development*, 1-5.

Nath, S. R., & Sylva, K. (2007). Children's access to pre-school education in Bangladesh. *International journal of early years education*, *15*(3), 275-295.

Nath, S. R., & Choudhury, R. K. (2014). *New vision old challenges: The state of pre-primary education in Bangladesh*. Campaign for Popular Education, Bangladesh.

Nath, S. R. (2012). The role of pre-school education on learning achievement at primary level in Bangladesh. *International Journal of Early Years Education*, *20*(1), 4-14.

Newman, J. M. (2000, January). Action research: A brief overview. In *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 1, No. 1).

Oncu, E. C., & Unluer, E. (2010). Preschool children's using of play materials creatively. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *2*(2), 4457-4461.

Osakwe, R. N. (2009). The effect of early childhood education experience on the academic performances of primary school children. *Studies on Home and Community Science*, 3(2), 143-147.

Özerem, A., & KAVAZ, R. (2013). Montessori approach in pre-school education and its effects. *The Online Journal of New Horizons in Education*, *3*(3), 12-25.

Simonet, G. (2010). The concept of adaptation: interdisciplinary scope and involvement in climate change. *SAPI EN. S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, (3.1).

Smith, B. (1991). On the outside looking in: What parents want from childcare. Personnel.

Singh, B. (1997). *Preschool education*. APH Publishing Corporation.

Dhaka University Institutional Repository

Su, S. W. (2012). The Various Concepts of Curriculum and the Factors Involved in Curricula-making. *Journal of language teaching & research, 3*(1).

Thompson, R. A. (2001). Development in the first years of life. *The future of children*, 21-33.

আহমদ, ম. (১৯৮৮). *বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন.* ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

কুদরত-ই-খুদা, ম., খান, ম. ফ., আহমেদ, এ., হোসেন, ম. ম., ছফা, ম. ন., সাত্তার, এ. আ., . . . হাবিবুল্লা, ম. (১৯৭৪). *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট.* ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

চৌধুরি, র. (২০১৪). *বাংলাদেশে চারশো বছরের প্রাথমিক শিক্ষা.* ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী.

জাতীয় শিক্ষা কমিশন. (২০০৩). ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

জাতীয় শিক্ষানীতি. (২০১০). ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি. (১৯৯৭). ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি. (২০০০). ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

নার্গিস, ড. শ. (২০১৫). *বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষাঃ শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয় অনুশীলন.* ঢাকা: অন্য প্রকাশ.

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কাঠামো. (২০০৮). ঢাকা, বাংলাদেশ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়.

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম. (২০১১, জুন). ঢাকা, বাংলাদেশ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর.

বানু, ম. শ. (২০০০). *প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা নিরুপণ.*

বেগম, ম. (১৯৮৯). *ঢাকা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত সমষ্টির পরিমাপ.*

বেগম, র. (১৯৮৯). *সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির তুলনামূলক আলোচনা.*

শিকদার, ড. ত. (২০১৫). *বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ.* ঢাকা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়.

শিক্ষক সহায়িকা. (২০১৬). ঢাকা, বাংলাদেশ: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি. (১৯৯৫). ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

হক, অ. ড., আখতার, অ. স., জাহানারা, অ. ক., হোসেন, ম. আ., মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, ড. ম., বিশ্বাস, ত. ক., . . . ইয়াসমিন, ম. (২০২০). *পেশাগত শিক্ষা.* ময়মনসিংহ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি.

হক, শ. (১৯৯৭). জাতীয় শিক্ষানীতি. ঢাকা, বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার.

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, ড. ক., রহমান, ম. ল., সাইয়িদ, অ. আ., রহিম, এ. আ., ইসলাম, এ. আ., মঞ্জুর, ম. ন., . . . তালুকদার, আ. ম. (১৯৭২). *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান.* ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ.

হোসেন, ড. ম. (২০১০, জানুয়ারি ২৫). সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই. *দৈনিক যুগান্তর,* p. ১১.

হোসেন, ম. ম., খান, আ. আ., হোসেন, ড. ম., চৌধুরী, র. ক., শ্যামলকান্তি চৌধুরী, ম. ম., ইসলাম, ড. শ., . . . আলী, হ. (২০১০, জানুয়ারি ২৫). সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই. *দৈনিক যুগান্তর,* p. ১১.